জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিএলওদের গণ-ইস্তফা

এসআইআর নিয়ে দুর্ভোগ শুধু ভোটারদেরই নয়, হচ্ছে বিএলওদেরও। অল্প সময়ে প্রচুর কাজ সঙ্গে ভোটার ও কমিশনের কর্তার চাপ। শনিবার নন্দীগ্রামের দু'নম্বর ব্লকে গণ-ইস্তফা ৭০ বিএলও-র

শীতের বিদায়

দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই শীত কমে অল্পবিস্তর পারদ চড়তে শুরু করেছে। আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে দিন ও রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে

রবিবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আটঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু

লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষ মারছে বিজেপি, সিঙ্গুরে বলল তৃণমূল

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৩৪ ● ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ৪ মাঘ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 234 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 18 JANUARY, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

এজেন্সিরাজ চালাচ্ছে কেন্দ্র চলছে বাংলার প্রতি বঞ্চনাও

জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মণীশ কীর্তনিয়া ● জলপাইগুড়ি

ধ্বংসের মুখ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, বিচার ব্যবস্থার কাছে আমার আবেদন, আপনারাই পারেন আমাদের রক্ষা করতে। সমাজ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে থাকে। আমি একথা আমার জন্য বলছি না, মানুষের জন্য

রাজ্য করেছে ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, ৭টি পকসো কোর্ট, ১৯টি হিউম্যান রাইটস কোর্ট ও ৪টি লেবার কোর্ট

বলছি, দেশের জন্য বলছি। শনিবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে ছিলেন সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ অন্যান্য বিচারপতি ও বিশিষ্টরা। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ফের কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধেও গর্জে উঠলেন। মঞ্চে উপস্থিত কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়ালকে উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার সরকার আমাদের একটাকাও দেয় না তবুও আমরা কাজ থামিয়ে রাখিনি। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের জন্য ৫০১ কোটি টাকা দিয়েছি, এছাড়াও রাজ্যে ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করেছি, ৭টি পকসো কোর্ট করেছি, ১৯টি হিউম্যান রাইটস কোর্ট, ৪টি লেবার কোর্ট করেছি। আপনারা বাংলার প্রাপ্য না দিলেও আমরা উন্নয়ন থামিয়ে রাখিনি। এদিন মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র এজেন্সিরাজ চালাচ্ছে। পাশাপাশি চলছে বাংলার প্রতি বঞ্চনাও। দেশের সংবিধানকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে। (এরপর ১১ পাতায়)

জলপাইগুড়ি। সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা। শনিবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হারিয়ে যাও

হারিয়ে যাও না
পৃথিবীর এক কোণে,
সংসার হারিয়ে যাবে না।
সমাজ ডানা মেলবেই।
হারিয়ে যাও নিজের কাছে
গোধূলিপানে মেঘের সাথে,
পাখির মেলায়
পাপড়ি দোলায়,
দোল ফাগুনের সন্ধানে।
হারিয়ে যাও দেশান্তরে
হারাও ঢেউ সাঁতারে
সংসার হারিয়ে যাবে না,
সমাজ ডানা মেলবেই।

অশান্তিতে মদত দুই গদ্দার ও বিজেপির

বহরমপুর : মুর্শিদাবাদের মাটিতে অশান্তিতে ইন্ধন দিচ্ছে বিজেপি! দোসর হয়েছে এক নতুন গদ্দার! শনিবার বহরমপুরে রোড শোয়ের পর মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বেলডাঙার অশান্তি-বিশৃঙ্খলা নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কোনওরকম প্ররোচনায় পা না দিয়ে শান্তি-সম্প্রীতির পথে মুর্শিদাবাদকে বাংলাবিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হওয়ার বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় (এরপর ১০ পাতায়)

বহরমপুরের রোড শো। মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাসের মাঝে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার।

অধীর বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেট

বহরমপুর : বহরমপুরের রাস্তায় অভিষেকের রোড শোয়ে বাঁধ ভাঙল জনস্রোত। শনিবাসরীয় দুপুরে বহরমপুর শহরের মোহনা বাসস্ট্যান্ডে বিরাট রোড শোয়ে জনতার উচ্ছ্বাস আর ভালবাসায় ভাসলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রোড শোয়ের পর নিজের গাড়ির ছাদে উঠেই মানুষের উদ্দেশে বার্তা দিলেন তিনি। আর বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের মাটিতে তৃণমূলের জন্য ২২-০ লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে, 'বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেট' অধীর চৌধুরিকে 'প্রাক্তন' (এরপর ১০ পাতায়)

শুনানি-প্রহসন কমিশনে ফের গেল তৃণমূল

প্রতিবেদন : বাংলা জুড়ে এসআইআরের শুনানি আজ এক হেনস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছিল অ্যানম্যাপড ভোটারদেরই শুধু হিয়ারিংয়ে ডাকা হবে। কিন্তু তারপর দেখা গেল সংখ্যাটা তার কয়েকগুণ বেশি। লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে আরও প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোককে হিয়ারিংয়ে ডাকা হল। কমিশনই জানিয়েছে ৩১ জানুয়ারি হিয়ারিংয়ের শেষদিন। এখন প্রশ্ন হল, এই কয়েকদিনের মধ্যে কীভাবে এত লোকের হিয়ারিং শেষ করা হবে? যদি শেষ না হয়, তাঁদের নাম কি বাদ দিয়ে দেওয়া হবে? এ ছাড়াও আরও একাধিক প্রশ্ন নিয়ে শনিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের সিইও দফতরে যান তৃণমূলের ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল। বৈঠকে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। বৈঠকে যে মূল দাবিগুলি দলের তরফে তুলে ধরা হয় সেগুলি হল— ১) নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে ব্যাক-এন্ডে (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 January, 2026 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২২ নারায়ণ দেবনাথ (১৯২৫-২০২২) পরলোক গমন করেন। হাঁদা ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টে, বাহাদুর বেড়াল, ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু, কৌশিক রায় প্রভৃতি বিখ্যাত কার্টুন চরিত্রের স্রষ্টা। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর লেখা ও আঁকা কমিকস ছোট-বড় বাঙালিকে মাতিয়ে রেখেছে। ২০২১-এ পদ্মশ্রী লাভ করেন।

২০০৩ হরিবংশ রাই বচ্চন (১৯০৭-২০০৩) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট ভারতীয় কবি এবং বিশ শতকের সূচনাকালে হিন্দি সাহিত্যজগতের 'নঈ কবিতা সাহিত্য আন্দোলন'-এর (রোম্যান্টিক ধারার) অন্যতম লেখক। 'মধুশালা', 'মধুবালা', ও 'মধুকলশ' এই কাব্যগ্রন্থত্রয়ীকে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯৯৬ নন্দমুরী তারক রমা রাও (১৯২৩-১৯৯৬) প্রয়াত হন। এনটিআর নামে জনপ্রিয়। অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক ও রাজনীতিবিদ। সাত বছর অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯২ সুবোধকুমার চক্রবর্তী (১৯১৯-১৯৯২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার। বিখ্যাত সৃষ্টি চব্বিশ পর্বের 'রম্যাণি বীক্ষ্য'। এই বইয়ের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৭ কুন্দন লাল সায়গল ওরফে কে এল সায়গল (১৯০৪-১৯৪৭) এদিন প্রয়াত হন। হিন্দি সিনেমার প্রথম সুপারস্টার। পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে আত্মহারা কুন্দনলাল সায়গল। তাঁর জন্য ছবিতে পাল্টানো হয়েছিল গানের বাণীও! এজন্যই 'জীবন মরণ' ছবিতে ও রেকর্ডে সায়গল-কণ্ঠে ধরা রয়েছে যথাক্রমে 'সেই কথাটি জানি...' আর 'সেই কথাটি কবি...'। আসলে পঙক্তিটি ছিল 'সেই কথাটি কবি,/ পড়বে তোমার মনে...' ।

২০১৮ চণ্ডী লাহিড়ী (১৯৩১-২০১৮) প্রয়াত হন। ব্যঙ্গচিত্রী ও লেখক। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বাংলা কার্টুনচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২-তে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় 'দৈনিক লোকসেবক' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে। এরপর ১৯৬১ সালে ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবে 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় কার্টুনচর্চা শুরু করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৬২-তে যোগ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক দুই ধরনের কার্টুন আঁকতেন চণ্ডী লাহিড়ী। তিনি কার্টুন নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্টুনের ইতিবৃত্ত, বাঙালির রঙ্গব্যঙ্গচর্চা, গগনেন্দ্রনাথ : কার্টুন ও স্কেচ ইত্যাদি। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের সচেতনতামূলক কার্টুনের কাজ করছিলেন। অনেকে তাঁকে বাংলার আর কে লক্ষ্মণও বলতেন।

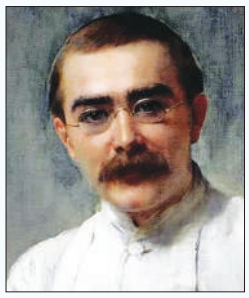

১৯৩৬ জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইংরেজ লেখক, কবি, সাহিত্যিক। ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত অসাধারণ শিশুসাহিত্যের জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অমর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে রয়েছে শিশু সাহিত্য দ্য জাঙ্গল বুক, জাস্ট টু স্টরিস, পাক অফ পুক্স হিল, কিম; উপন্যাস কিম; কবিতা ম্যান্ডালে, গুঙ্গা ডিন ইত্যাদি। এছাড়াও ১৮৯৫ সালে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা 'ইফ' রচনা করেন। ১৯০৭-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিপলিং-এর ভারত পরিবর্তনহীন ভারতবর্ষ। এই চিন্তাধারার মধ্যে প্রাচ্যবাদী উইলিয়াম জোন্স, এডমুন্ড বার্কি, কোলব্রুক, হেনরি মেইন, জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব পরিষ্কার। যে দর্শনে মনে করা হয় ভারতবর্ষের এবং ইউরোপীয়দের উদ্ভবের আকর একই। তাই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও তার সংস্কৃতি অনেকটাই উন্নত। কিন্তু যুগের অগ্রগতির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি হয়নি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই জায়গায় এসে থেমে রয়েছে।

কর্মসূচি

■ বাংলার গৌরবময় ১৫ বছর বিষয়ে উন্নয়নের পাঁচালির প্রচারে বৈদ্যবাটি পুরসভার ২৩ নং ওয়ার্ডে উপস্থিত বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, পুরপ্রধান পারিষদ সুবীর ঘোষ ও মহুয়া ভট্টাচার্য, পুরসদস্য পৌষালী ভট্টাচার্য, শহর তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি মহম্মদ মঞ্জুর, শহর তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল সভাপতি মহম্মদ সাহেবজান।

■ জয়নগর বিধানসভার মায়াহৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন সংলাপ কর্মসূচি। রয়েছেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১৮

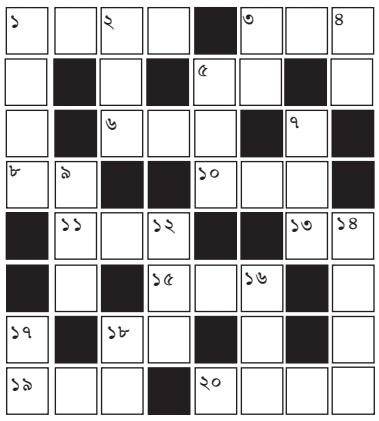

পাশাপাশি : ১. বিচলিত ভাব, বিকার ৩. চলে গেছে এমন ৫. সর্বব্যাপী ৬. লক্ষ্মীদেবী, কমলা ৮. আস্তানা ১০. মজুরের পারিশ্রমিক ১১. সংক্ষিপ্তসার ১৩. জলময় নিম্নভূমি, বিল ১৫. হোঁচট ১৮. মূল্য, দাম ১৯. অন্ত্যজ জাতিবিশেষ ২০. বিষণ্ণবদন।

উপর-নিচ : ১. এখানে সেখানে ২. সুতির কাপড়ের তৈরি শীতের চাদর ৩. ঈশ্বর ৪. আস্ফালন করা ৫. বিশ্রাম ৭. বাতিল, অগ্রাহ্য ৯. নৃত্যকারী ১২. কঠিন, শক্ত ১৪. অসংখ্য ১৬. যতনে—মেলে ১৭. রাত্রি ১৮. করুণা, কৃপা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১৭ : পাশাপাশি : ২. উড়ানি ৪. অবাধ ৭. রজনিকর ৮. লগন ১০. বাতজ ১২. আত্মবঞ্চনা ১৩. হিত ১৪. নোদন ১৬. কল্পনা। **উপর-নিচ :** ১. দবা ২. উপনিহিত ৩. নিকর ৪. আলম ৫. ধরন ৯. গরিবখানা ১০. বানানো ১১. জহিন ১২. আহ্নিক ১৫. দই।

১৭ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪২৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৫৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৮২৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৮২৯৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯২.১৮	৮৯.৬৮
ইউরো	১০৭.১৫	১০৩.৯১
পাউন্ড	১২৩.৪২	১১৯.৮২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শ্রীনন্দা শংকর, সঙ্গে বাবা আনন্দশংকর, মা তনুশ্রীশংকর

■ পাওলি দাম

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

18 January, 2026 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

দেশের আইনব্যবস্থায় সবথেকে বড় উদ্যোগ

সার্কিট বেঞ্চে বদলাবে উত্তরের আর্থ ও সামাজিক পরিকাঠামো

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন। উপস্থিত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ। উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বৈরাতি, রাভা ও আদিবাসী নৃত্যের মধ্য দিয়ে অতিথিদের বরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই উপস্থিত হয়ে ঘুরে দেখেন সার্কিট বেঞ্চ। কিছুক্ষণের জন্য মূল গেটে এসে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন।

২০১৯ সাল থেকে জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বাংলোতে অস্থায়ীভাবে এই বেঞ্চ চালু হয়। জাতীয় সড়কের পাহাড়পুর সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৪০ একর জমির উপর সার্কিট বেঞ্চের ভবন তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলা এই সার্কিট বেঞ্চের অন্তর্গত রয়েছে। এই সার্কিট বেঞ্চের ফলে জলপাইগুড়ির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য গৌতম দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে এই সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু করেন। প্রায় ৫০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন সার্কিট বেঞ্চে। দেশের মধ্যে এটি সবথেকে বড় উদ্যোগ। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন সে কথা।

অপরদিকে বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রঞ্জিত বর্মন বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন ছিল সার্কিট বেঞ্চের জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। ফলে আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল এবং এটি যদি পার্মানেন্ট বেঞ্চ হিসেবে চালু হয় তাহলে আরও বেশি সুবিধা হবে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় গিয়ে বিচার প্রার্থনা করা কঠিন ছিল।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 January, 2026 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভূলুণ্ঠিত

গণতন্ত্র এবং সংবিধান দেশের দুটি মূল স্তম্ভ। ১২ বছরের বিজেপি রাজত্বে দুটি স্তম্ভই কার্যত ভূলুণ্ঠিত। গণতন্ত্রিক রীতি-নীতিকে প্রতি মুহূর্তে খর্ব করে চলেছে কেন্দ্রের সরকার। বাংলার দিকে তাকালে তা আরও স্পষ্ট হয়। বাংলার সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে পেরে না উঠে বিজেপি গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভূলুণ্ঠিত করে বাংলাকে কেন্দ্রের পাওনা থেকে বারবার বঞ্চিত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও বুড়ো আঙুল দেখাতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করছে না বিজেপি। রাজ্য অর্থ সংগ্রহ করে কেন্দ্রকে দেয়। কেন্দ্র সেই অর্থ আবার রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেয়। বাংলা থেকে হাজার হাজার কোটি তুলে নিয়ে যাওয়ার পরেও বাংলার মানুষের অর্থ ফেরত আসছে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রশ্নচিহ্নের সামনে। রাজ্যগুলি যদি কেন্দ্রকে অর্থ দেওয়া বন্ধ করে তাহলে দেশ চলবে তো? বাংলার অর্থ চলে যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ কিংবা অন্যান্য বিজেপি-রাজ্যে। এ কেমন গণতন্ত্র? কোনও গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচিত সরকার এই আচরণ করতে পারে কি? শুধু তাই নয়, বিরোধী রাজ্যগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এঁটে উঠতে না পেরে এজেন্সিরাজ নামিয়ে আনা হচ্ছে ন্যক্কারজনকভাবে। ভোট এলেই বিরোধী রাজ্যগুলির সঙ্গে এই আচরণে মানুষ এখন অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না। বাংলার মানুষ জবাব দিতে তৈরি। ছাব্বিশের ভোটে ইভিএমেই তার প্রমাণ মিলবে।

e-mail থেকে চিঠি

কী চাইছে এই আপদগুলো?

আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সত্তর-ঊর্ধ্ব বয়সের বিধবা। শারীরিক ভাবে সুস্থ নই। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজেপি নামক আপদগুলো ঠিক কী করতে চাইছে। নির্বাচনী প্রচার ও ভোটের দিন মারামারি, খুনোখুনি এরাজ্যে নতুন কিছু নয়। কিন্তু, ভোটার তালিকা সংশোধন পর্বে এমন অশান্তি বাংলা আগে কখনও দেখেনি। নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্তে রাজ্যে গৃহযুদ্ধ বাধার উপক্রম! কমিশন তলে তলে ঘোঁট পাকাচ্ছে কি না, সেটা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলেই বোঝা যাবে। কিন্তু, বিজেপির উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তারা চাইছে, এসআইআরের খাঁড়া সরাসরি নেমে আসুক সংখ্যালঘুদের উপর। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই। কিন্তু, ১৯৮৮ সালে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। ২০০৩ সালে সম্পত্তি কেনার প্রমাণও আছে। সমস্ত কাগজ দেখিয়েছেন, তবু কমিশন বলছে, নির্দিষ্ট নথি দেখাতে হবে। তা না হলে নাম কাটা যাবে। কমিশনের চোখে এঁরা 'বাংলাদেশি'। অপরাধ, তিনি মুসলমান। এরকম উদাহরণ চারদিকে লক্ষ লক্ষ। কমিশনের 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' নির্ভরতার জেরে হিন্দিভাষী ভোটারদের উপর বিজেপির একচেটিয়া প্রভাব খর্ব হতে চলেছে। এরাজ্যের হিন্দিভাষীরা ধীরে ধীরে হয়ে উঠছিলেন 'বিজেপির লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। জয় শ্রীরাম স্লোগান তাঁদের মুখেই সবচেয়ে বেশি শোনা যেত। শুনানির হয়রানি বিজেপির হিন্দুত্বের পালের হাওয়া কিছুটা হলেও এবার কাড়বে। এসআইআর শুরুর আগে থেকেই বঙ্গ বিজেপি এক থেকে দেড় কোটি নাম বাদ যাবে বলে হুংকার ছেড়েছিল। কিন্তু, প্রাথমিকভাবে বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম। তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল মৃত এবং স্থানান্তরিত ভোটার। এছাড়া 'নো ম্যাপিং' ভোটারের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। সব মিলেও সংখ্যাটা বিজেপির বেঁধে দেওয়া টার্গেটের ধারেকাছে পৌঁছয়নি। তাই কমিশন বের করছে নিত্যনতুন কৌশল। টার্গেট হিট করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আধার কার্ডকে মান্যতা দেওয়ার বিষয়টিও হচ্ছে উপেক্ষিত। আধার নম্বর দেওয়ার লিঙ্কটি রাতারাতি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট বৈধ নয় বলে জানানো হল। আর সেটাও হল শুনানি বেশ কিছুদিন চলার পর। ফলে যাঁরা মাধ্যমিকের অ্যাডমিটকে বয়সের প্রমাণ হিসেবে দিয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ আপাতত অন্ধকারে। এবার পাতা হয়েছে, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' অর্থাৎ, নির্বাচন কমিশনের নাম বাদ দেওয়ার নয়া 'ফাঁদ'। সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার নতুন কৌশল।

— ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

শুনানি হয়রানি বন্ধ হবে কবে?
বিজেপির পুতুল হয়েই কমিশন রবে

নির্বাচন কমিশন এখন নির্যাতন কমিশন। মানুষ হতাশ। মানুষ বিরক্ত। সেই ক্ষোভ আর হতাশার ছবি তুলে ধরলেন **অনির্বাণ সাহা**

হিয়ারিং হয়রানি— জটায়ুর কোনও নতুন উপন্যাস নয়। এ-রাজ্যের নিত্যদিনের দুর্ভোগের, হেনস্থার পাঁচালি হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

পানিহাটিতে শুনানির লাইনে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটল বৃদ্ধের। বনগাঁয় শুনানিতে এসে ক্ষোভ উগরে দিলেন বিশেষভাবে সক্ষম এক ব্যক্তি। ৫০ বছরের শহিদুল মণ্ডল। ১৪০০ টাকা ভাড়া দিয়ে টোটোয় চেপে শুনানিতে এসেছিলেন। বলছেন, এই হয়রানির চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। উলুবেড়িয়া ১ নং বিডিও অফিসে শুনানিতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন মুসিবর সর্দার। তাঁকে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ভরতি করা হয়। '১৯৪৬ সাল থেকে আমাদের বাড়ি। ৭৭ সাল থেকে ভোটার তালিকায় আমার নাম রয়েছে। সেই থেকে আমি ভোট দিয়ে আসছি। আজ আমাকে শুনানিতে হাজির হতে হল।' একথা যিনি বলছেন সেই প্রশান্ত চৌধুরী টিটাগড় পুরসভার ১৬ বছরের কাউন্সিলার, ১২ বছরের চেয়ারম্যান।

এসব এখন রোজকার বাস্তব। কমিশনের প্রতিদিনের মুখমির চলমান প্রকাশ।

এর মধ্যেই একটা নতুন কাণ্ড। জেনে হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারছি না। —নাম বিষ্ণুময় চক্রবর্তী। কবিতা লিখতে ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। কবি হিসেবে বিষ্ণুময়ের নাম ভাস্কর চক্রবর্তী। তাঁর লেখা বিখ্যাত লাইন,'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা? আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকব।'

শীতকাল এসে গিয়েছে শহরে। কবি চিরঘুমে চলে গিয়েছেন ২০০৫ সালে।

আর ২০২৬-এ কবির আসল নাম আর ছদ্মনামের প্যাঁচে তাঁর কন্যা প্রৈতী চক্রবর্তী। বর্তমানে অধ্যাপনা করেন। তাঁর যাবতীয় নথিতে বিষ্ণুময় নয়, ভাস্কর চক্রবর্তী নামটিই রয়েছে।

ব্যাস! আর যাবেন কোথায়? ম্যাপিংয়ের সমস্যা। ইলেকশন কমিশনের শুনানির নোটিশ পেয়েছেন। কবিপত্নী বাসবী চক্রবর্তী। বরানগর বিধানসভার বাসিন্দা। রাতভর জেগে মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য একটা এফিডেফিট খুঁজে বের করেছেন। তাতে লেখা, ভাস্কর ও বিষ্ণুময় একই ব্যক্তি। কমিশন সেই এফিডেফিট মানবে কিনা, জানা নেই।

জানা এইজন্যই নেই, বাংলা-সহ দেশের ১২ রাজ্যে একসঙ্গে এসআইআর শুরু হয়েছে। কিন্তু বাংলা ছাড়া অন্য রাজ্যে ছোটখাটো ভুল ইআরওরাই যাচাই করে নিষ্পত্তি করছেন। বাংলার ক্ষেত্রেই প্রতি ভোটারকে হাজির হতে হচ্ছে শুনানি কেন্দ্রে। প্রথম দফায় এক লক্ষ ৪৫ হাজার ভোটারের শুনানি করার পর এখন ডাক পড়েছে ২ লক্ষ ৮১ হাজারের। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শুনানিতে ডাক পাওয়া ভোটারদের মধ্যে প্রায় দু'লক্ষ ভোটারের তথ্যে সামান্য বানান ভুল!

কেন?

এসআইআর শুরু করার বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন ইআরও এবং এইআরওদের ক্ষমতা দিয়েছিল। তাঁরা নথি দেখে সন্তুষ্ট হলে ভোটারকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যুক্ত করতে পারেন। এমনকী, তাঁরা 'স্পিকিং অর্ডার'ও দিতে পারেন। কিন্তু প্রায় শেষের পর্যায়ে এসে ইআরও, এইআরওরা তা করতে পারছেন না। যে কোনও সন্দেহজনক ভোটারকেই শুনানিতে হাজির করতে বলা হচ্ছে।

জানা এই জন্যই নেই, রামপুরহাট পুরসভার ১০৭ পার্টের ভোটার প্রাক্তন জেলা জজ সন্তোষকুমার রায় ও তাঁর বছর ৬৫-র স্ত্রী স্বর্ণলতা রায়, দু'জনকেই এসআইআরের

শুনানিতে শুক্রবার রামপুরহাট-১ ব্লক অফিসে তলব করা হয়েছিল। সন্তোষবাবুর মায়ের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য ১৫ বছরের কম হওয়ায় সন্দেহজনক ভোটার হিসেবে তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। অন্যদিকে, শুনানিতে ডাকা হয় স্বর্ণলতাদেবীকেও। তিনি নাকি নো-ম্যাপিং ভোটার। লম্বা লাইনে কাগজপত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের বাড়িতে আধিকারিকদের যাওয়ার কথা। কিন্তু এই নিয়ে বিএলও তাঁদের কিছুই জানায়নি। তাই শুনানি কেন্দ্রে আসতে হয়েছে।

জানা এই জন্যই নেই, কারণ, বিজেপির দেওয়া টার্গেট পূরণ করতে নির্বাচন কমিশন এখন নির্যাতন কমিশনে পরিণত হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে নদীয়ার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কালীগঞ্জ বিধানসভায় ৫৪ হাজার সন্দেহভাজন ভোটার ছিল। যা সর্বোচ্চ হিসেবেই ধরা হচ্ছিল। কিন্তু বিগত এক মাসে তা ধাপে ধাপে কমতে থাকে। গত সপ্তাহ পর্যন্ত ৫১ হাজার সন্দেহভাজন ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর গত পরশু অর্থাৎ শুক্রবার সেই সংখ্যাটি হঠাৎ বেড়ে প্রায় ৫৯ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে এ সম্ভব হল, তা বুঝতে পারছে না প্রশাসনও। আসলে, নির্বাচন কমিশন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে ন্যক্কারজনক আচরণ করছে। বিজেপির কথায় তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটারদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে টার্গেট করা হচ্ছে। কালীগঞ্জের পাশাপাশি করিমপুর, পলাশিপাড়া ও চাপড়ায় খসড়া তালিকার তুলনায় এই সংখ্যা বেড়েছে। প্রশ্ন উঠছে, খসড়া তালিকা প্রকাশের সময় যাদের সন্দেহভাজন ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাদের বাইরে অন্য ভোটারদেরও কি এবার নোটিশ দিয়ে ডাকা হচ্ছে?

শুধু নদিয়া জেলাতেই এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮১ হাজার আনম্যাপড ভোটারের মধ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটারের শুনানি হয়েছে। এখনও এক লক্ষের বেশি আনম্যাপড ভোটারের শুনানি বাকি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি থাকা ভোটারদেরও শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। সবমিলিয়ে এসআইআরে নোটিশ ইস্যু হবে ৮ লক্ষ ৩ হাজার ৩০২ জন ভোটারের নামে। এটা মানুষকে হয়রান করা ছাড়া আর কিছুই না।

এই যে 'এসআইআর এসআইআর টর্চার' চলছে তাতে হেনস্থা হয়রানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুমিছিল। মুসলমানের জানজা বের হচ্ছে রোজ। গতকাল শনিবারও তাতে ছেদ পড়েনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াড়া এলাকায় শেখ আব্দুল আজিজ (বয়স ৬২ বছর)-এর বাড়ির ১১ জনকে শুনানিতে ডেকেছে নির্বাচন কমিশন। তার পরেই হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু কর্তার। পরিবারের সকলেরই ভোটার কার্ড রয়েছে। তা ছাড়া ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম আছে। ভোটার তালিকায় নাম আছে আব্দুলের বড় ছেলে ও বড় বৌমারও। তার পরেও আব্দুলের তিন ছেলে-বৌমা, নাতি-নাতনি মিলিয়ে মোট ১১ জনকে শুনানির নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তার পর থেকেই চিন্তায় পড়ে যান আব্দুল। গত কয়েক দিন ধরে পাগলের মতো বিভিন্ন নথিপত্র খোঁজাখুঁজি করছিলেন বৃদ্ধ। শুক্রবার রাতে পরিচিতদের কাছে গিয়ে আলোচনা করেন। এমনকী, কান্নাকাটিও করেন। বাজারেও কয়েক জনের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করেছেন। তার পর বাড়ি ফিরে অসুস্থবোধ করেন তিনি। বাড়ির লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁকে। কিন্তু চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

ওদিকে, হুগলির বাঁশবেড়িয়ার বাসিন্দা সপ্তগ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৭ নম্বর বুথের ভোটার দিলশাদ আনসারি কয়েক পুরুষ ধরে বাঁশবেড়িয়াতে বাস করেন, নিয়মিত ভোটও দেন। এসআইআরের জন্য প্রয়োজনীয় গণনাপত্রও পূরণ করেছেন। তার পরেও শুনানির নোটিশ পেয়েছেন। জন্মের পর থেকে জানতেন তাঁরা চার ভাই। এসআইআর শুনানির নোটিশ পাওয়ার পরে জানতে পারলেন, তাঁরা ছয় ভাই!

কাজকর্ম ফেলে লাইন দিয়ে 'বাবার ছেলে' প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন, সেটাই এখন নির্বাচন কমিশনের নির্যাতনে তিতিবিরক্ত বঙ্গবাসীর মনের কথা।

'২০১১ সাল থেকে মানুষ শুধু লাইনেই আছে। নোটবন্দির লাইন। কোভিডের লাইন। টিকা নেওয়ার লাইন। এ বার আমাকে প্রমাণ দিতে হবে আমি আমার বাবার ছেলে নাকি! তাতেও লাইন।'

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বহরমপুরে মেগা র‍্যালি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু হল মুর্শিদাবাদে

প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করল রাজ্য সরকার। শনিবার মুর্শিদাবাদে রোড শো করতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। ভিন রাজ্যে গিয়ে যদি কোনও পরিযায়ী শ্রমিক সমস্যায় পড়েন তাহলে ফোন করে সমস্যার কথা জানালে তৃণমূল সরকার সর্বাত্মকভাবে তাঁদের ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য দু'টি হেল্পলাইন নম্বর হল— ৭৪৩০০-০০০৩০ এবং ৯১৪৭৮-৮৮৩৮৮। এই নম্বরে কারওর কোনও অসুবিধা হলে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। আমাদের প্রশাসন আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। আইনি সহায়তা প্রদান করে আপনাদের ফিরিয়ে আনবে।

গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিদের উপর হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তোলপাড় বঙ্গরাজনীতি। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য ভিনরাজ্যে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে শ্রমিকদের। এমনকী প্রাণও যাচ্ছে বহু শ্রমিকের। জেলায় জেলায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। কিন্তু এর মধ্যেও শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন অভিষেক।

সভাতেই অসুস্থ বিধায়ক, বক্তব্য থামিয়ে পাঠালেন হাসপাতালে

প্রতিবেদন: সভায় ঝাঁঝালো ভাষণের মাঝে হঠাৎ অসুস্থ হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত শেখ। হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। চোখ এড়ায়নি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অভিভাবকের মতোই তাঁকে আগলালেন। জানতে চাইলেন কী হয়েছে? ভিড়ের মধ্যে থেকে কিছু উত্তর এল। শুনে বললেন, জল দাও। শুগার ফল করেছে। একটু মিষ্টি কিছু দাও। আমার গাড়িতে আছে। লজেন্স থাকলে দাও। কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক হয়ে যাবে। এরপর দলীয় কর্মীদের বললেন, অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে আনতে। ভিড় ঠেলে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য রাস্তা করে দিতে অনুরোধ করলেন। নিয়ামতকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরে জানা যায় বাস্তবিকই তাঁর রক্তে শর্করার মাত্র কমে গিয়েছিল। তাই তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন। পরে স্থিতিশীল হন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজে তদারকি করে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন প্রশাসনিক সভা হোক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, তিনি আসলে দলের অন্যতম অভিভাবক। এই সভা থেকেই বেলডাঙার নিহত শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে সাংসদ ইউসুফ পাঠান-সহ নেতৃত্ব যান।

রাজ্য
18 January, 2026 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভরসন্ধ্যায় মা ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইককে পিষে সেতুর রেলিংয়ে ধাক্কা চারচাকার। আহত তিন, ভর্তি এসএসকেএমে

পার্টি অফিস থেকে এসআইআরে নাম বাদ!

বিজেপির লেটার হেডে এসব কী?

প্রতিবেদন : এসব কী? বিজেপি অফিস থেকেই নাম বাদ! স্ক্রুটিনির নাম জমা পড়ছে কি না পার্টি অফিস থেকে। আর সেই অনুযায়ী কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে বিজেপির একটি চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর নতুন ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গর্জে উঠল তৃণমূল। তৃণমূলের সাফ কথা, ধরা পড়লে চাপের মুখে দু-একটা সংশোধন করেই ক্ষান্ত থাকবে কমিশন। তাই অবিলম্বে এই চিঠির সত্যতা খতিয়ে দেখা হোক। চিঠি সত্য হলে আবারও প্রমাণ হয়ে যাবে চক্রান্ত।

বিজেপির লেটার হেডে লেখা একটি চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বিজেপিকে তোপ দাগেন। ওই চিঠিতে লেখা হয়েছে, জনতা পার্টি বসিরহাট দক্ষিণ মণ্ডল ৩-এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, গত ০৪/১২/২৫ তারিখে ২৭৪ নং বুথে সিরিয়াল নম্বর ৫৪৩ আবদুল সর্দার মণ্ডল ও ২৭৪ নং বুথে সিরিয়াল নম্বর ৪৮৪ রুহুল আসিন মণ্ডল পিতা রহিম মণ্ডলের নাম জমা দেওয়া হয়েছিল। তা আমরা ভুলবশত জমা করি। পরে আমরা সরেজমিনে তদন্ত করে জানতে পারি যে এই দুই ব্যক্তি স্থায়ী ভারতীয় নাগরিক। উক্ত ব্যক্তির নাম যাতে ভোটার লিস্টে ওঠে (নতুন) তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করুন। চিঠির নিচে মণ্ডল সভাপতি (বিজেপির বসিরহাট দক্ষিণ মণ্ডল-৩) রণজিৎ দাসের স্বাক্ষরও রয়েছে। এই চিঠির সত্যতা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ, ঠিক এভাবেই বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন রাজ্যে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কার্যত একটি দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করেছে। প্রথমে ম্যাপিং, পরে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'— একের পর এক কৌশল নেওয়া হচ্ছে।

■ জোড়াসাঁকো বিধানসভার গিরিশপার্কে এসআইআর সহায়তা ক্যাম্পে স্মিতা বক্সি, সৌম্য বক্সি-সহ দলীয় নেতৃত্ব। শনিবার।

■ লজিক্যাল ডিসক্রেপন্সির নামে শুনানিতে হয়রানি। প্রতিবাদে মন্ত্রী অরূপ রায়ের নেতৃত্বে কমিশনের বিরুদ্ধে মধ্য হাওড়া কেন্দ্র যুব তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ।

রাজ্যে শুরু হল শীতের বিদায় পর্ব

প্রতিবেদন : রাজ্যে ধাপে ধাপে শীতের বিদায় পর্ব শুরু হয়ে গেছে। কমতে শুরু করেছে শীতের দাপট। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর পারদ চড়ছে। উত্তরের পার্বত্য এলাকা ব্যতীত সমতলেও তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে। সোমবার থেকে পারদ বাড়তে শুরু করবে। আগামী

দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।

সরস্বতী পুজোয় দিনের বেলায় সামান্য গরমের ছোঁয়া থাকলেও সকাল ও সন্ধ্যায় হালকা শীতের আমেজ বজায় থাকবে। কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলিতে দিনের বেলা উষ্ণতা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে। জেলায় রাতের দিকে হালকা শীত অনুভূত হবে। ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা থাকলেও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

শনিবার থেকে সোমবার, অর্থাৎ ১৭ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা জারি রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে শনিবার ও সোমবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

■ সৈয়দ তানভীর নাসরিন ও সুমন ভট্টাচার্যের লেখা নতুন বই 'দক্ষিণ পন্থী আধিপত্যবাদের প্রতিস্পর্ধী উচ্চারণ'-এর উদ্বোধনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল, ভাস্কর লেট, পালক পাবলিশার্স-এর পক্ষ থেকে সম্রাট চক্রবর্তী, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান প্রমুখ। শনিবার।

■ 'উন্নয়নের পাঁচালি'র জনসংযোগে ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তাপস মাইতি।

■ শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিল মাঠে জগদ্দল উৎসবের উদ্বোধনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ শ্যাম প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফরের প্রাক্কালে তোপ সাকেতের

অর্থ আর নির্বাচনী তহবিলই লক্ষ্য মোদির মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ

প্রতিবেদন : মোদি আসছেন সিঙ্গুরে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনীতি করতে। গালভরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর বাংলার নামে কুৎসা করতে। প্রধানমন্ত্রী মোদির সেই সিঙ্গুর সফরের প্রাক্কালে তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে বুঝিয়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ফারাক কোথায়। এক্স বার্তায় তিনি স্পষ্ট লেখেন, গুরুত্বপূর্ণ হল দিদি এবং মোদির মধ্যে প্রধান পার্থক্যটা বোঝা। সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথায় মোদির মিথ্যাচার ও ভাঁওতাবাজির রাজনীতি ব্যাখ্যা করেন তিনি।

সাকেত লেখেন, প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরে গিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই পুরনো ভাঙা রেকর্ডই বাজাবেন। বলবেন, কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাটা ন্যানো প্রকল্পের জন্য কৃষকদের জমি জোর করে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপর মোদির আমন্ত্রণে টাটা ন্যানো গুজরাতে চলে যায়। এখানেই বোঝা যাবে মোদি আর দিদির ফারাক। ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ মোদি গুজরাত ও অসমে টাটার দুটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিটের অনুমোদন দেন। এর জন্য ৪৪,২০০ কোটি টাকা (জনগণের অর্থ) ভর্তুকি দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপিকে ৭৫৮ কোটি টাকা অনুদান দেয় টাটা। এভাবেই মোদি কাজ করেন। জনগণের স্বার্থ মোদির কাছে কোনও ম্যাটার করে না। তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল টাকা এবং নির্বাচনী তহবিল। আর এটাই হল তার সঙ্গে দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্থক্য।

২০০৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি দখলের প্রতিবাদে ২৬ দিনের অনশনে বসেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাংলার কৃষক ও দরিদ্র মানুষের অধিকারকে কর্পোরেটদের স্বার্থে বলি দেওয়া উচিত নয়। যখন মমতা দিদি সিঙ্গুরে অনশন করেছিলেন, তখন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য তথা দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠেনি। এখানেই পার্থক্য— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনশন ভাঙার জন্য টাটাদের সঙ্গে কোনও 'চুক্তি' করেননি। তিনি দলের তহবিলের জন্য বাংলার মানুষের স্বার্থ বলি দেননি। তিনি অনাহারে থেকে সঠিক এবং সত্যের জন্য লড়াই করেছিলেন। মানুষের স্বার্থ সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে বড় ছিল। এবং ঠিক এই ব্যাপারটিই মোদি-শাহ এবং বিজেপি বুঝতে পারে না।

সাকেত এ বিষয়ে পরিষ্কার জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার জন্য বাঁচেন, বাংলার জন্য নিঃশ্বাস নেন এবং বাংলার জন্য লড়াই করেন। অন্যদিকে, মোদি-শাহের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল নির্বাচন। মোদি-শাহ সর্বদা নিজেদের স্বার্থে মানুষ ও দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। সাফ কথা হল, মোদি-শাহ কখনই বাংলায় জিততে পারবেন না। তার প্রধান কারণ হল তাঁরা নিজেদের নিয়েই ভাবেন, জনগণের কথা ভাবেন না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় জেতেন। কারণ তাঁর কাছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু ফের বন্ধ

প্রতিবেদন : আজ, রবিবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ফের বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি সেতু। সকাল থেকে ৮ ঘণ্টার জন্য পুরোপুরি বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি

সেতু। এই সময়কালে ওই সেতুতে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হুগলি রিভার ব্রিজেস কমিশনার্স (এইচআরবিসি)-এর তরফে খবর, ব্রিজের স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল ও বিয়ারিং বদলের জন্য এই ব্রিজ বন্ধ করা হচ্ছে। বিকল্প পথ হিসেবে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার বিকেলে কসবার বিশ্বাসপাড়ায় মারাত্মক বিস্ফোরণ। তুবড়ি বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণ, দাবি বাড়ির মালিকের। আহত ১। কীভাবে বিস্ফোরণ, তদন্তে পুলিশ

সংশয় কাটল না মোদির ভাষণে, কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে গত আড়াইমাস ধরে বাংলার মানুষকে ক্রমাগত হেনস্থা করছে বিজেপি-কমিশন। আতঙ্কে মৃত্যুর পথও বেছে নিতে হচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের। তারপরও শনিবার ভোটভিক্ষায় বাংলায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফের একবার নাগরিকত্ব নিয়ে ফাঁকা বুলি আওড়ালেন। এদিন যে মালদহে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নাগরিকত্বের মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করলেন, শুক্রবার সেই মালদহেই আত্মঘাতী হয়েছে এক রাজবংশী সম্প্রদায়ের মহিলা। এরপরও মানুষের হয়রানি দূরীকরণ নিয়ে 'নীরব' মোদিকে তীব্র কটাক্ষ করল তৃণমূল কংগ্রেস।

বাংলার মানুষের যন্ত্রণার ছবি তুলে ধরে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, মতুয়াদের আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নাগরিকত্ব সংকট নিয়ে। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মতুয়া ও সাধারণ মানুষ সংকটে রয়েছেন। নির্দিষ্ট কোনও সমাধান, নির্দিষ্ট কোনও বিজ্ঞপ্তি সরকার বা নির্বাচন কমিশন জারি করছে না। পাশে থাকার জন্য তাঁদের কোথাও খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। কুণালের আরও সংযোজন, শুধু গোল-গোল কথা 'চিন্তা করবেন না, আমরা পাশে আছি'! মানুষ হাহাকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক-একজনকে বারবার ডাকা হচ্ছে। রাজবংশী থেকে মতুয়া, বয়স্ক মানুষদের হয়রানি চলছে। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী কোনও নির্দিষ্ট সমাধান সূত্র বা ফর্মুলা মতুয়া কিংবা হেনস্থার শিকার হওয়া মানুষদের দেননি।

পুলিশ প্রহরায় শুনানিতে হাজির পকসো অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, বাগদা: পুলিশি নিরাপত্তায় এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিলেন পকসো মামলায় অভিযুক্ত। পনেরো মাস ধরে জেলবন্দি অবস্থাতেই ছিল আসামি শাকিল শেখ। । নিয়ম মেনে শুনানির শেষে পুলিশি প্রহরায় প্রিজন ভ্যানে করে ফের তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জেলে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার হেলেঞ্চা গার্লস হাইস্কুলের শুনানি কেন্দ্রে। জেলবন্দি থাকলেও আসামির নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে কাটা না যায়, তার জন্য পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আসামির পরিবারের লোকজন। বাগদা ব্লকের মালিপোতা পঞ্চায়েতের দেয়ারা গ্রামেই বাড়ি শাকিল শেখের। পনেরো মাস আগে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের এক নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে শাকিল শেখকে মুম্বই থেকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। বিচারকের নির্দেশে তাঁর জেল সাজা হয়। বর্তমানে সে কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারে রয়েছে শাকিল।

দিন পাঁচেক আগে ওই বুথের বিএলও জাহাঙ্গির মন্ডল তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনানির নোটিশ দেয়। শনিবার সেইমতো কমিশনের অনুমতিতে কৃষ্ণনগর সংশোধনাগার থেকে পুলিশি প্রহরায় প্রথমে শাকিলকে নিয়ে আসা হয় বাগদা থানায়।পরবর্তীতে পুলিশি ঘেরাটোপে তাঁকে নিয়ে আসা হয় বাগদার হেলেঞ্চা গার্লস হাইস্কুলের শুনানি কেন্দ্রে। ছেলেকে একবার দেখা জন্য এদিন ওই শুনানি সেন্টারে সকাল থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন শাকিলের মা সহ পরিবারের অন্যান্যরা। কিছুক্ষণের জন্য হলেও ছেলেকে দেখতে পেয়ে খুশিই হয়েছেন পরিবার।

লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষ মারছে বিজেপি, সিঙ্গুরে তোপ তৃণমূলের

সংবাদদাতা, সিঙ্গুর: এই সরকার লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষকে হেনস্থা করছে, মারছে। বাংলার মাটিতে এদের কোনও জায়গা নেই। এদের সব মিথ্যে, এদের মিথ্যে কথায় ভুলবেন না। রবিবার মোদির সভার ২৪ ঘণ্টা আগে সিঙ্গুর ও আশপাশের এলাকার মানুষকে সতর্ক করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। মোদির সভার আগের দিন শুক্রবার সিঙ্গুরে এক বিশাল জনসভা করে তৃণমূল। সেই সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশ মজুমদার, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, করবী মান্না ও তৃণমূলের হুগলি জেলার নেতৃবৃন্দ। এদিন সভার শুরুতেই বিজেপিকে আক্রমণ করে বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না বলেন, মিথ্যের ঝুলি নিয়ে তিনি ফের আসছেন আগামী কাল। আবার সকলকে লাইনে আবার দাঁড় করিয়ে দেবেন। এর আগে বছরে ২ কোটি চাকরি, মেয়েদের জন্য অনেক কিছুর ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। কোথায় গেল সেসব? ২০১৯ সাল থেকে মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে শিখিয়েছেন। লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষকে মারছেন। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, বাংলার সংস্কৃতি একসময় ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। নেতাজি, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি আজও বাংলার বুকে বয়ে নিয়ে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির কাছ থেকে আমাদের সংস্কৃতি শিখতে হবে নাকি? মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রাজ্যের। একশো দিনের কাজ বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ। তাই এই প্রতিবাদ। ছাব্বিশেও বিজেপির আশা পূরণ হবে না। এসআইআরে আশি জনের বেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত। মানুষকে নোটিশ দেওয়ার অজুহাতে নাম বাদ দিচ্ছে। আপনারা শিল্প করবেন, করুন, আমরা শিল্পের বিরোধী নয়। যেদিন ৪ ফসলি জমি জোর করে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু সেদিনও আমরা শিল্প বিরোধী ছিলাম না। সিঙ্গুরে মোদির বেআইনি সভা বন্ধ করা উচিত, বিজেপি দলটাই দু-কান কাটা। ওরা যে ভাষা বোঝে সে ভাষাতেই জবাব দিতে হবে। কেন ২ কোটি বেকারের চাকরি হল না, প্রধানমন্ত্রীকেই তার জবাব দিতে হবে সিঙ্গুরের বুকে দাঁড়িয়ে।

■ সিঙ্গুরে তৃণমূলের জনসভা। রয়েছেন জয়প্রকাশ মজুমদার, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না, ডাঃ করবী মান্না-সহ দলীয় নেতৃত্ব। শনিবার।

■ ৩৪ নং ওয়ার্ডের বেলেঘাটার গান্ধী মাঠ ফ্রেন্ড সার্কেল আয়োজিত উৎসবে শনিবার উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, বিধায়ক পরেশ পাল, সাংসদ সায়নী ঘোষ-সহ অন্যেরা। উৎসবে এমপি কাপ ফুটবল, পড়ুয়াদের ল্যাপটপ প্রদান, শীতবস্ত্র দান-সহ একাধিক কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা হলেন রাজু নস্কর।

জলপথ পরিবহণে পরিবেশগত প্রভাব, সমীক্ষা রাজ্যের

প্রতিবেদন : কলকাতা মহানগরীতে জলপথ পরিবহণ ও তার সঙ্গে যুক্ত পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব খতিয়ে দেখতে সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, একটি বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ করে এই 'কিউমুলেটিভ ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট' বা সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। মহানগর এলাকায় নদীকে ঘিরে একাধিক পরিকাঠামো ও লজিস্টিক প্রকল্প গড়ে ওঠায় সম্মিলিত প্রভাব বিচার করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

এই সমীক্ষা সামগ্রিক পরিবেশগত ও সামাজিক অভিঘাত বুঝতে সাহায্য করবে যাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও সুসংহত করা যাবে। সমীক্ষায় নদীর জলের গুণমান, নদীর বাস্তুতন্ত্র, মৎস্যজীবী ও উপকূল এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবিকা, ভাঙন, দূষণ এবং দ্রুত নগরায়নের প্রভাব, এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। একইসঙ্গে বিচার করা হবে, একাধিক প্রকল্পের সম্মিলিত প্রভাব পরিবেশগত গ্রহণযোগ্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কি না। সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার একটি পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা, প্রকল্প নকশায় পরিবর্তন কিংবা আঞ্চলিক স্তরে বিশেষ নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। লক্ষ্য একটাই— নদীপথ পরিবহণকে বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থার রূপ দিতে গিয়ে যাতে পরিবেশগত ভারসাম্য ও স্থানীয় মানুষের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

কলকাতা মহানগরীতে যানজট কমাতে এবং পণ্য পরিবহণের খরচ কমানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নদীপথ ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। তবে সেই উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আগে থেকে বিচার করে এগোনোর দিকেই এবার প্রশাসনের নজর। পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে এ বিষয়ে।

বিজেপির ছক রুখে দিতে হবে, হাওড়ায় সায়নী ঘোষ

সংবাদদাতা, হাওড়া: বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বাংলা দখলের ছক করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু তাদের এই দুরভিসন্ধি রুখে দিতে হবে। শনিবার হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উলুবেড়িয়ায় আয়োজিত এক মিছিল ও জনসভায় এসে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক যুব তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী ও সাংসদ সায়নী ঘোষ। এদিনের জনসভায় সায়নী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পুলক রায়, সাংসদ সাজদা আহমেদ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় , বিধায়ক বিদেশ বসু, ডাঃ নির্মল মাজি, প্রিয়া পাল, হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের অন্যরা। সায়নী ঘোষ বলেন, বিজেপির বাংলার প্রতি চক্রান্তের জবাব দিতেই হবে। এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে বিজেপি বাংলা দখলের ছক রুখতেই হবে। সাংসদের কটাক্ষ, ভোটের দুমাস আগে থেকে এই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী ডেলি প্যাসেঞ্জারি না করে এখানে বাড়ি নিয়ে থেকে যান উনি। তারপর ভোটের পর হেরে পাততাড়ি গুটিয়ে এখান থেকে পাকাপাকিভাবে চলে যাবেন।

আমার বাংলা
18 January, 2026 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বক্সায় রয়্যাল বেঙ্গল, দার্জিলিংয়ে লেপার্ডের দেখা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার ও দার্জিলিং: ফের একবার বক্সা বাঘ বনের গভীরে ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল রয়েল বেঙ্গলের ছবি। এদিকে দার্জিলিং-এর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশে দেখা মিলল চিতা বাঘের। বক্সায় ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ বৃহস্পতিবার রাতে জঙ্গলের গভীরে লাগানো ট্রাপ ক্যামেরায় একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘের ছবি সফলভাবে ক্যামেরাবন্দী হয়েছে। এই ঘটনায় উচ্ছাসিত বন কর্তারা।

বক্সাতে বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়ে খুশি হয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তিনি বলেন, ট্রাপ ক্যামেরার চিপ খতিয়ে দেখার সময় শুক্রবার বিকেলে আমরা জানতে পারি যে ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ার পরেই আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বাঘের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির নানা কাজ এই বনাঞ্চলে চলছে।

বক্সায় আপন মেজাজে ঘুরছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

দার্জিলিংয়ের রাস্তায় চিতাবাঘ।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বর এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরেও বক্সার জঙ্গলে ট্রাপ ক্যামেরায় বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।বৃহস্পতিবার ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পরা এই ছবিটি, বক্সার প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ধারাবাহিক উপস্থিতি এবং গতিবিধিকে আরও নিশ্চিত করেছে।

দক্ষিণ রায়ের এই সাম্প্রতিকতম ছবি, এটাই প্রমাণ করে যে, বক্সা টাইগার রিজার্ভের আবাসস্থল বাঘেদের জন্য একেবারে উপযুক্ত। এবং সময়ের সঙ্গে এর অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতির প্রতিফলন পরিলক্ষিত হচ্ছে।বিগত কয়েক বছরে জঙ্গলের ভেতরে তৃণভূমি উন্নয়ন,বাঘেদের খাদ্য শৃঙ্খল মজবুত করতে শিকারযোগ্য প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভুটিয়া বস্তি ও গাঙ্গুটিয়া বনগ্রাম স্থানান্তরের বিষয়টি পরিবেশ কে আরো অনুকূল করে তুলেছে।এছাড়াও বনের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার ও চোরা শিকার শূন্যতে নামিয়ে আনাও বন দফতরের সাফল্য। এদিকে, শুক্রবার গভীর রাতে বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশে ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ে চিতা বাঘের ছবি। সেখানে দেখা যায় পাহাড়ের রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে চিতা বাঘটি।

রোজগারে ভাটা, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার নামে বন্ধ দোকানপাট

সংবাদদাতা, মালদহ: প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার নামে স্টেশন চত্বরে জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হলে দোকানপাট। ভবঘুরের হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে নির্বিচারে মার। শুক্রবার রাত থেকে আরপিএফের এমনই অমানবিক চেহারা দেখলেও মালদহ। গোটা দিন দোকানপাট বন্ধ থাকায় বিক্রিতে ভাটা, হকারদের উঠিয়ে দেওয়া সবমিলিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ব্যবসায়ীরা।

দোকান বন্ধ থাকায় দু'দিনের আয় বন্ধ, অথচ ভাড়া ও সংসারের খরচ একই রয়ে গেছে এ নিয়ে ক্ষোভ চাপা থাকেনি অনেকের কণ্ঠে। অন্যদিকে, স্টেশনের ভেতরের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঝকঝকে প্ল্যাটফর্ম, ফুলের সাজ, কড়া নজরদারি সব মিলিয়ে যেন এক রাজকীয় রূপ। তবে এই সাজের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে একটি ভিডিও যেখানে এক ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ার সময় হেনস্তার অভিযোগ ওঠে যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।সব মিলিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর সফর মালদহের জন্য গর্বের হলেও সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও জীবিকার ওপর পড়া প্রভাব নতুন করে প্রশ্ন তুলছে উন্নয়ন ও নিরাপত্তার ভারসাম্য নিয়ে।

হাতির হানায় জখম যুবক

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মূর্তি নদীতে স্নান করতে গিয়ে হাতির হানায় জখম যুবক। শনিবার চালসার ঘটনা। জানা গিয়েছে, বুনো হাতি নদীর পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ওই যুবকের উপর হামলা চালায়।পড়ে হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বনদপ্তরের কর্মীরা। আহত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়।তরুণের মামা কমল ওরাওঁ বলেন,এদিন সে মূর্তি নদীতে স্নান করতে যায়।পড়ে শুনি হাতির হানায় সে জখম হয়েছে।খবর পাওয়ার পরেই হাসপাতালে আসি।ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় বনদপ্তরের কর্মীরাও।উল্লেখ্য,এর আগেও মূর্তি বনবস্তি এলাকায় হাতির হানায় একাধিক ব্যক্তির মৃত্যুও হয়েছে।গোটা ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ এলাকায়।

সার: হয়রানির প্রতিবাদে তৃণমূল যুব কংগ্রেস

সংবাদদাতা, কোচবিহার: এসআইআরের নামে হয়রানি চলছে। আচ্ছা আত্মহত্যার খবর। আতঙ্কে হচ্ছে মৃত্যু। কমিশনের এই অমানবিকতার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার মাথাভাঙ্গা ১ (ক) ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস অবস্থান করে। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন বর্মন সহ মাথাভাঙ্গা ১(ক) ব্লকের একাধিক যুব নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে স্বপন বর্মন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এস আই আর-এর নামে বাংলার বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। হিয়ারিং-এর নামে সাধারণ মানুষকে বারবার ডেকে এনে হয়রানি করা হচ্ছে। এটি গণতন্ত্রের উপর সরাসরি আঘাত। তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূল এই অন্যায় কোনওভাবেই মেনে নেবে না।

মাথাভাঙায় অবস্থানে তৃণমূল কর্মীরা।

তিনি আরও বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সব সময় সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

পরিবেশ রক্ষায় জলজপাখি গণনা

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

উত্তর দিনাজপুরে জলজ পাখি গণনা শুরু। চোরাশিকার রুখতে ও পরিবেশ রক্ষায় বনদফতরের বিশেষ উদ্যোগ। রায়গঞ্জ বনবিভাগের উদ্যোগে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে দু'দিন ব্যাপী জলজ পাখি গণনার কাজ। শনিবার সকাল থেকেই রাধিকাপুর, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ ও ইটাহারের বিভিন্ন দিঘি, বিল ও জলাশয়গুলিতে বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশপ্রেমীদের ভিড় চোখে পড়ে। পাশাপাশি এই পরিযায়ী পাখিরা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, তার জন্য বনদপ্তর নিরন্তর নজরদারি ও সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছে। গ্রে লেগ গুজ, এশিয়ান ওপেন বিল স্টর্ক, সরাল, ব্ল্যাক হেডেড আইবিস, পিন্টেল, ইগ্রেট, ছোট ও বড় পানকৌরি , বালিহাঁস, ল্যাপউইং , ডুব ডুবি, কাদাখোঁচা, খঞ্জনা, পার্পেল

হেরনদের ভিড়ে মুখরিত জেলার জলাশয়গুলি। পাখি গণনার শুরুতে বিশেষজ্ঞদের কপালে কিছুটা চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। উত্তর দিনাজপুর পিপল ফর অ্যানিমেলসের সম্পাদক গৌতম তান্তিয়া উভয়েই জানিয়েছেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই জলজ পাখিদের ভূমিকা অপরিসীম। তাই চোরাশিকারিদের হাত থেকে এদের বাঁচাতে স্থানীয় মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। রায়গঞ্জের বিভাগীয় বন আধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানান, শীতকালে প্রজনন ও খাদ্যের সন্ধানে এই পাখিরা আমাদের এখানে আসে। এই অতিথিদের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। চোরাশিকারিদের রুখতে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে। পরিযায়ী পাখিরা বাস্তুতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করে। এই নিরীহ পাখিদের শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। রবিবারও চলবে গণনা। ২০২২ সাল থেকে জলজ পাখি গননার কাজ শুরু হয়েছে রায়গঞ্জে। প্রায় ২০ থেকে ২৫ ধরনের পাখি দেখতে পাওয়া যায়। রায়গঞ্জ মহকুমায় তিনটি পার্টে এই গণনার কাজ শুরু হল। দুদিন ধরে চলবে এই প্রক্রিয়া। পশুপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক গৌতম তান্তিয়া বলেন, জলজ পাখি পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: এস আই আর এর নামে কমিশনের হয়রানি এবার তার বিরুদ্ধে সড়ক হল স্বয়ং বিজেপি নেতা। জিনি আবার বিএলএ ২।

বিজেপির আঙ্গুলি হেলনে, এস আই আর এর আড়ালে বাংলার মানুষকে হয়রানি করছে কমিশন, সেই দলেরই এক বি এল এ ২ এর স্ত্রীকে শুনানির নোটিস ধরিয়ে দিল কমিশন। সেই মহিলার অপরাধ, তারা সাত ভাইবোন। ওই মহিলার স্বামী, তথা ১০/৭৬ বুথের বিজেপি বি এল এ ২ পুলিন বর্মন নোটিস পেয়ে তো আকাশ থেকে পড়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তার শ্বশুর মশাইয়ের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে। সেই লিংক এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপের সময় তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রশ্ন এর পরেও নোটিশ কেন আসবে? পুলিন বর্মন আরও বলেন, আগের দিনে মানুষের আট দশ জন করে সন্তান থাকতো। আমার স্ত্রীরা সাত ভাইবোন। পাঁচ বোন ও দুই ভাই। কিন্তু এর জন্য নোটিশ পাওয়া, কতটা যুক্তিযুক্ত। কমিশনের নোটিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দিন মজুর পুলিন বর্মন বলেন এটা মানা যায় না। এস আই আর ফর্মের সঙ্গে সমস্ত সঠিক কাগজপত্র জমা করার পরেও কেন আমার স্ত্রীকে নোটিশ পাঠাবে কমিশন? শুধুমাত্র ওরা এতগুলো ভাইবোন বলে। শুধুমাত্র এই কারণে কেন শুনানি তে ডাকবে কমিশন। পুলিনবাবু জানান, আমি গরিব মানুষ, দিন মজুরী করে খাই যদি দলের কাজ করেও, এমন হেনস্তার শিকার হতে হয়, তাহলে দিদির দলই ভাল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

18 January, 2026 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

শুক্রবার রাতে জাতীয় সড়কে দুটি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল কৃষ্ণনগর পুলিশ। ছয়জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ১০৩ কেজির বেশি

দক্ষিণ থেকে উত্তরে জেলায় জেলায় বিএলওদের গণইস্তফা

ইলামবাজারে বিডিও অফিসের সামনে বিএলওদের বিক্ষোভ। ডানদিকে, নন্দীগ্রামে বিডিওকে দেওয়া হচ্ছে ইস্তফাপত্র।

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে দুর্ভোগ শুধু ভোটারদেরই হচ্ছে না, হচ্ছে বিএলওদেরও। প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন নির্দেশ আসছে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে, তাও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে। এমনিতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে, তার ওপর ভোটার এবং কমিশনের কর্তা দুদিকের চাপে বিএলওরা জেরবার। অনেকে তো আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন। এই চাপের মধ্যে পড়েই বিভিন্ন জায়গায় বিএলওরা গণইস্তফা দিতে শুরু করেছেন। শনিবার নন্দীগ্রামের দু'নম্বর ব্লকে গণইস্তফা দিলেন ৭০ জন বিএলও। সেই সঙ্গে মোট ১০৭ বিএলওর মধ্যে এই ৭০ জন বিডিওর কাছে নিজেদের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বীরভূমের ইলামবাজার ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরে গিয়ে সেখানেও একযোগে ৭০ জন ইস্তফাপত্র জমা দেন। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি থেকেই বিএলওদের বিক্ষোভের খবর এসেছে। অভিযোগ, শুরুতে তাঁদের দায়িত্ব ছিল 'আনম্যাপড' ভোটারদের ডেকে শুনানি এবং তথ্য যাচাই করা। সেই কাজ শেষ করার পর হঠাৎ 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে কোথাও বাবা-মায়ের নামের অমিল, কোথাও পরিবারের সদস্যসংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য পাঠানো হচ্ছে। এমনকী কার কত সন্তান, পরিবারে অতিরিক্ত সদস্য কত ইত্যাদিও জানতে নির্দেশ দিচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন বিএলওরা। কোথাও মানসিক ও শারীরিক হেনস্থাও করা হচ্ছে তাঁদের। বিএলওদের স্পষ্ট দাবি— হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো কোনও মৌখিক নির্দেশ তাঁরা আর মানবেন না।

বিডিও-র তরফে লিখিত ও স্পষ্ট নির্দেশিকা না পাওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই দাবিতেই নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের ৭০ জন বিএল গণইস্তফা দিলেন। বিভিন্নভাবে হয়রানি ও মানসিক চাপের অভিযোগ তুলে বীরভূমের ইলামবাজারে গণইস্তফা দিলেন প্রায় ৭০ জন বিএলও। এইভাবে গণইস্তফা দিলে এসআইআরের শেষপর্বের কাজ কীভাবে হবে, তাই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। ইলামবাজারের বিডিও অনির্বাণ মজুমদার বলেন, বিএলওরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন। কাজের চাপ অত্যধিক হলেও সকলকে অনুরোধ করেছি, যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়।

ময়নাগুড়ি ব্লকের বিএলও-রা সাধারণ ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করা এবং কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিতে শুক্রবার বিডিও অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন দিলেন। 'বিএলও রক্ষা কমিটি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়, সঠিক পরিকাঠামো ও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ছাড়া ফিল্ডে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আন্দোলনরত বিএলও-দের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন প্রায় প্রতিদিনই নির্দেশিকা পরিবর্তন করছে। ফলে ফিল্ডে কাজ করতে গিয়ে চরম বিভ্রান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

শান্তিপুর ও নামখানায় সার-আতঙ্কে দুই মৃত্যু

সংবাদদাতা, নদিয়া ও নামখানা : বাংলায় এসআইআর-বলির সংখ্যা দীর্ঘতর হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি সিদ্ধান্তের জোরে প্রতিদিনই মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ মানুষের। শনিবার নদিয়ার শান্তিপুরে এসআইআর অতঙ্কে মারা গেলেন তাঁতশিল্পী সুবোধ দেবনাথ (৫৬) এবং নামখানার মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াড়া এলাকার শেখ আব্দুল আজিজ (৬২) মারা গেলেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।

এর আগেও নদিয়া জেলায় এসআইআর-আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছে মারা গিয়েছেন বেশ কয়েকজন। এবার শান্তিপুরে আতঙ্কে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন তাঁতশিল্পী সুবোধ দেবনাথ। বাড়িতে অসুস্থ স্ত্রী ও এক ছেলে আছেন। তাঁতবুনে কোনওরকমে সংসার চালাতেন। ঢাকাপাড়ার বাসিন্দা সুবোধের পরিবারের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছিল ২০১০ সালে। ২০০২ তালিকায় নাম না থাকায় চলতি মাসের ৪ তারিখ তাঁর বাড়িতে নোটিশ আসে। তার পর থেকেই আতঙ্কে এবং মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। স্ত্রীকে বলতেন, এবার হয়তো আমাকে জেল খাটতে হবে। কিছুতেই হিয়ারিংয়ে যাব না। দুশ্চিন্তায় খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। শনিবার সকালে গ্যারেজে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েন।

সুবোধ দেবনাথ।

আরেকটি ঘটনা নামখানার মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াড়ায়। মৃতের নাম শেখ আব্দুল আজিজ (৬২)। অভিযোগ, হিয়ারিংয়ে ডাক আসতেই ভেঙে পড়েছিলেন। তার জেরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল। ওঁর ছয় ছেলে ও তিন মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ছয় ছেলে ও বৌমাদের নিয়ে সংসার। সবারই ভোটার কার্ড রয়েছে। ২০০২ তালিকায় আবদুল, তাঁর স্ত্রী, বড় ছেলে ও বড় বৌমার নাম রয়েছে। তা সত্ত্বেও শুনানিতে ছেলে, বৌমা ও নাতিনাতনি মিলিয়ে ১১ জনকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার পরই চিন্তিত হয়ে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন কাগজপত্র খোঁজাখুঁজি করছিলেন। শুক্রবার রাতে গ্রামের বাজারে গিয়েও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এমনকি কান্নাকাটিও করেছেন। এরপরই বাড়িতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে পথ অবরোধ

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোণা, ময়নাগুড়ি ও বিষ্ণুপুর : এসআইআর হয়রানির অভিযোগে বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ হল। টায়ার জ্বালিয়ে চন্দ্রকোণায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মানুষজন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। চন্দ্রকোনার ছত্রগঞ্জে শ্রীনগর-চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ পথঅবরোধে সামিল হন ভোটারদের একাংশ। দাবি, বিএলও তাঁদের শুক্রবার জানায় শুনানির নোটিস ইস্যু হয়েছে, ডাক পড়বে। যদিও এখনও কোনও ভোটারকে নোটিশ দেননি। বিএলও স্বীকার করেছেন, বিডিও অফিস থেকে তাঁকে বৃহস্পতিবার জানানো হয় তাঁর বুথ ছত্রগঞ্জ ১১০ নম্বর বুথের ৬৬৭ জন ভোটারের মধ্যে ২৫৭ জনের নামে নোটিশ ইস্যু হয়েছে। তাতেই ভোটাররা আতঙ্কে শনিবার সকালে পথ-অবরোধ করেন বিএলওর বাড়ির সামনে, রাজ্য সড়কের ধারেই ওঁর বাড়ি। অবরোধের আগে ভোটাররা বিএলও মিঠু গুছাইত বেরার বাড়িতে গিয়ে শুনানি কিসের জন্য তার কৈফিয়ত চান এবং কাজ থেকে ইস্তফা দেওয়ারও দাবি জানান। এরপরই টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ শুরু হয়। চন্দ্রকোনা থানার ওসি অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলেন।

জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চন্দ্রকোনায়।

তবে ময়নাগুড়িতে বিএলওরাই বিক্ষোভ দেখালেন। ও ব্লকের বিএলও-রা সাধারণ ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করা এবং কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের দাবিতে শুক্রবার বিডিও অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন দিলেন। 'বিএলও রক্ষা কমিটি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়, সঠিক পরিকাঠামো ও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা ছাড়া ফিল্ডে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আন্দোলনরত বিএলও-দের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন প্রায় প্রতিদিনই নির্দেশিকা পরিবর্তন করছে। ফলে ফিল্ডে কাজ করতে গিয়ে চরম বিভ্রান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষের নেতৃত্বে বিডিও অফিসের গেটে অবস্থানের পাশাপাশি টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা। অবিলম্বে এই হয়রানি বন্ধ না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল। অভিযোগ, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই নির্বাচন কমিশন শুনানির নামে এই হয়রানি বা প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এগুলো বন্ধ না করা হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিষ্ণুপুর পুরসভার কাউন্সিলর দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার ভোটরক্ষার স্বার্থে, অপরিকল্পিত এসআইআর-এর প্রতিবাদে নদিয়ার চাকদায় এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় ছিলেন রাজ্যের তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, জেলার চেয়ারম্যান শঙ্কর সভাপতি, দেবাশিস গাঙ্গুলি, শুভঙ্কর সিংহ, রিক্তা কুণ্ডু, আবির নিয়োগী প্রমুখ। সবাই একযোগে বিজেপি ও কেন্দ্রের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হন।

পূর্ব মেদিনীপুরে ফের ১১ এসআই বদল

সংবাদদাতা, তমলুক : নির্বাচনের আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশে রদবদল। এক সপ্তাহের মাথায় সাব ইন্সপেক্টর পদে ফের ১১ জনকে বদল করা হল। পাঁশকুড়ার সাব-ইন্সপেক্টর সুকুমার টুডুকে ভবানীপুর থানার ওসি করা হয়েছে। ভবানীপুর থানার ওসি পীযূষকান্তি মন্ডলকে করা হয়েছে মহিষাদল থানার ওসি। মহিষাদল থানার ওসি সন্তু নস্করকে রামনগর থানার ওসি করা হয়েছে। রামনগর থানার ওসি নাড়ুগোপাল বিশ্বাসকে বদলি করে পাঁশকুড়া থানায়। মন্দারমণি কোস্টাল থানার ওসি হিসেবে কিছুদিন আগে দায়িত্বপ্রাপ্ত আবুল মার্জানকে পটাশপুর থানার ওসি করা হয়েছে। পটাশপুর থানার ওসি সুরোজ আশ হয়েছেন মারিশদা থানার ওসি। মারিশদার ওসি উজ্জ্বল নস্করকে এগরা থানায়। ভূপতিনগর থানার নতুন ওসি সোমনাথ সিটকে কাঁথি থানায় পাঠানো হয়েছে। ভূপতিনগর থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাঁথির এসআই প্রভাকর নায়েককে। এগরার এসআই দীপক চক্রবর্তী দিঘা মোহনা কোস্টাল থানার ওসি। ওসি প্রবীর সাহাকে পাঁশকুড়া থানায়।

১০
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

আমার বাংলা

18 January, 2026 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভোট এসেছে, ট্রেন উদ্বোধন করে মোদি বাংলাপ্রেম দেখাচ্ছেন : সমীর

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিজেপির পাল্টা সভা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র সমীর চক্রবর্তী। পুরুলিয়া পাড়া বিধানসভার মৌতড় ফুটবল ময়দানে ১০ জানুয়ারি বিজেপির সভা করে গিয়েছিলেন গদ্দার অধিকারী। সেই একই ময়দানে, তারই পাল্টা সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল মুখপাত্র সমীর চক্রবর্তী। সমীর প্রধানমন্ত্রীর ট্রেন উদ্বোধনকে কটাক্ষ করে বলেন, রাজ্যে ভোট আসছে বলেই সাড়ে ১১ বছর পর বাংলাকে মনে পড়েছে মোদির। ট্রেন উদ্বোধন ছাড়া প্রধানমন্ত্রী বাংলার জন্য কোনও কাজ করেননি। রেলে চাকরি না দিয়ে শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি তাঁর। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেলমন্ত্রী থাকার সময় রাজ্যে একাধিক ট্রেন পরিষেবা চালুর কথা তুলে ধরেন।

নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে পিছনের দরজা দিয়ে প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলাকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে বলেন, বাংলার মানুষ এই বঞ্চনার জবাব ভোটেই দেবে। এই সভা থেকেই কংগ্রেসে ভাঙন ধরে। কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য বলরাম মাহাতো কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। সমীর চক্রবর্তী ও দলীয় নেতৃত্ব তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন। ছিলেন জেলা পরিষদ সহ সভাধিপতি সুজয় বন্দোপাধ্যায়, জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, গৌরব সিং প্রমুখ।

মঞ্চে বক্তা সমীর চক্রবর্তী। রয়েছেন সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীবলোচন সরেন, গৌরব সিং প্রমুখ।

বিজেপির ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কলেজের কাছে টাকা দাবি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: এবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে বিজেপির জুলুমাবাজিও শুরু হল। ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়ায় অবস্থিত মানিকপাড়া শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের কর্মচারীদের কাছ থেকে হিন্দু সম্মেলন ও সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ-এর নামে ৪০ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে। কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এই প্রসঙ্গে বলেন, কলেজ হল পড়াশোনার জায়গা। এখানে মূলত মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। বহু কষ্টে জমানো টাকায় তাদের পড়াশোনা চলে। গ্রামাঞ্চলের বহু ছাত্রছাত্রী এখানে আসে। সেই টাকা এভাবে চাঁদা হিসেবে দেওয়া হবে, এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কলেজ ফান্ড থেকে এক টাকাও দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হাতির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষতি

সংবাদদাতা, বড়জোড়া: লাগাতার হাতির তাণ্ডবে বিপন্ন গ্রামবাসীদের জীবন ও জীবিকা। বাঁকুড়া জেলায় প্রায় চার মাস কাটিয়ে সম্প্রতি দফায় দফায় বেশ কিছু হাতি পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলে ফিরে গেলেও এখনও দলছুট ২৪টি হাতি থেকে গেছে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বিভিন্ন জঙ্গলে। উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া রেঞ্জের বনশোল এলাকায় ২টি, সাহারজোড়ার জঙ্গলে ২টি, বেলিয়াতোড় রেঞ্জের রসিকনগর জঙ্গলে ১টি, লাদুনিয়ার জঙ্গলে ২টি, কাঁটাবেশিয়ার জঙ্গলে ১১টি এবং সোনামুখী রেঞ্জের রানিবাঁধের জঙ্গলে ৪টি হাতি রয়ে গিয়েছে।

শ্রদ্ধায় নেতাই দিবস পালন

সংবাদদাতা, নেতাই : ঐতিহাসিক নেতাই হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নেতাই দিবস পালিত হল উপযুক্ত মর্যাদা এবং শহিদ স্মরণের মাধ্যমে। ২০১১-র ৭ জানুয়ারি জঙ্গলমহলের অন্তর্গত বিনপুর ব্লকের নেতাই গ্রামে সিপিএমের হার্মাদদের গুলিতে নয়জন সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চেয়ারপারসন জয়া দত্ত। এছাড়াও মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সমেত ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঘাটালের বিধায়ক এবং দলীয় নেতৃত্ব। জয়প্রকাশ বলেন, 'তোমরা রক্ত দিয়ে আমাদের গণতন্ত্র বাঁচিয়েছ, আমরা কোনওদিন তোমাদের আত্মত্যাগ ভুলব না। গণতন্ত্রের রক্ষক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজও তোমাদের আদর্শে মানুষের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশাল মানুষের এই সভা থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলা-বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান করা হয়।

সভায় বক্তা জয়প্রকাশ মজুমদার।

দুর্গাপুর মহিলা কলেজে নয়া ভবন

ভবনের নির্মাণকাজের উদ্বোধনে কীর্তি আজাদ।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সাংসদ কীর্তি আজাদের উদ্যোগে দুর্গাপুর মহিলা সরকারি মহাবিদ্যালয়ের নতুন আকাদেমিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হল। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফিনান্স কর্পোরেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে মূলত সাংসদের উদ্যোগে। এর মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্য পূরণ হবে। নতুন বিল্ডিং নির্মাণের সূচনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং সাংসদ কীর্তি আজাদ, দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, সমাজসেবী অসীমা চক্রবর্তী ও উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়-সহ কলেজের অধ্যক্ষা মহানন্দা কাঞ্জিলাল ও অন্য অধ্যাপক এবং শিক্ষিকারা।

অধীর বিজেপির ড্যামি ক্যান্ডিডেট

(প্রথম পাতার পর) করার জন্য মুর্শিদাবাদের মানুষকে কুর্নিশ জানান অভিষেক। তাঁর কথায়, গত লোকসভা ভোটের সময় আমি অনুরোধ করেছিলাম, বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেট অধীর চৌধুরিকে এখান থেকে হারাতে হবে। আপনারা কথা রেখেছেন, অধীরবাবুকে হারিয়ে প্রাক্তন করেছেন। তাঁর জন্য আপনাদের নতমস্তকে প্রণাম!

এদিন বহরমপুরে এসআইআরের আড়ালে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা-হয়রানি করায় বিজেপির ও কমিশনকেও তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলিতে বিশেষ করে সংখ্যালঘু মানুষদের হয়রানিতে কমিশনকে অভিষেকের কটাক্ষ, নির্বাচন কমিশন নয়, এটা নির্যাতন কমিশন! মুর্শিদাবাদের মানুষের কাছে একশো-দেড়শো বছর আগের সম্পত্তির কাগজও আছে। কিন্তু তাই বলে আজকে তাঁদের লাইনে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদিকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে? বিজেপি-কমিশনের পাশাপাশি কংগ্রেসকেও তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, যেদিন থেকে নরেন্দ্র মোদির সরকার চলছে, রাজ্য কংগ্রেসের কোনও নেতা একটা ন্যূনতম সাংবাদিক বৈঠক করেও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে? কোনওদিন অধীর চৌধুরি মোদি-শাহ কিংবা এসআইআরে মানুষের হয়রানি নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছে? সকাল-বিকেল শুধু তৃণমূল কংগ্রেস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমার বাপ-বাপান্ত করে। কিন্তু যাদের জন্য মানুষ নিপীড়িত সেই বিজেপিকে প্রশ্ন করে না কংগ্রেস নেতারা। শুধু তো বিজেপি নয়, কংগ্রেস-শাসিত কর্নাটক-তেলেঙ্গানাতেও বাংলার শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছে। কোনও সাহায্য-সহযোগিতা করেনি সেখানকার প্রশাসন। অধীরকে অভিষেকের আরও কটাক্ষ, বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেট ২০২৩ সালে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ভোটে দাঁড়ালে নাকি অধীর চৌধুরি সবার আগে তাঁকে ভোট দেবেন। অভিজিৎ তো বিজেপির ক্যান্ডিডেট ছিলেন। অধীর চৌধুরি যদি পদ্ম চিহ্নে তাঁকে ভোট দেন, তাহলে বিজেপির সেই ডামি ক্যান্ডিডেটকে কেন এখানে রাখবেন আপনারা? ধর্মের ভিত্তিতে বিষাক্ত রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হয়ে বিজেপির উদ্দেশে অভিষেকের বার্তা, তথ্য-পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে নির্বাচনে লড়াই করুন। হিন্দু-মুসলমানকে সামনে রেখে নয়! ধর্মের ভিত্তিতে জামাকাপড় পরতে হলে বিজেপিকে উলঙ্গ থাকতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে খেতে হলে বিজেপিকে না খেয়ে থাকতে হবে। অন্য সব জায়গায় বিজেপি জিতেছে, কিন্তু বাংলা একমাত্র জায়গা যেখানে তৃণমূল বিজেপিকে ধারাবাহিকভাবে হারিয়েছে। কারণ, বাংলা বশ্যতা স্বীকার করে না। এটাই বাংলার জেদ!

মদত দুই গদ্দার ও বিজেপির

(প্রথম পাতার পর) ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে কথা বলে দোষীদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থার আর্জি জানানোর কথাও বলেন অভিষেক। তিনি জানিয়ে দেন, ঝাড়খণ্ডের পুলিশ প্রশাসন এই নিয়ে কাজ করছে। যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এখানে কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। সংযত থাকুন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ তৃণমূল কোনওভাবেই সমর্থন করে না! বেলডাঙার ঘটনায় তৃণমূলের বিধায়ক-সাংসদ সবাই মিলে দলীয়ভাবে মৃত শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে। আর ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও স্ত্রীকে চাকরির দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এটাই মানবিক সরকার!

এদিন বহরমপুরের মোহনা বাসস্ট্যান্ডে রোড শো শেষে গাড়ির মাথায় দাঁড়িয়েই বক্তব্য রাখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই বেলডাঙার অশান্তি নিয়ে একসূত্রে বিজেপি ও নাম না করে হুমায়ুন কবিরকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের কথায়, গতকাল থেকে বেলডাঙায় অশান্তির খবর পাচ্ছি। দলের অনেকে আজকের রোড শো করতে বারণ করেছিলেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম, বেলডাঙার ঘটনায় ইন্ধন দিচ্ছে বিজেপির বাবুরা। আর একটা নতুন গদ্দার তৈরি হয়েছে এই মাটিতে, সে। আজকে এখানে না এলে সেই গদ্দারদের অক্সিজেন দেওয়া হত। ঘটনার পিছনে তাঁদের প্রত্যক্ষ মদত এবং ইন্ধন রয়েছে। একটা গদ্দারকে, বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেটকে মুর্শিদাবাদের মানুষ বিদায় দিয়েছেন। আবার একটা গজিয়েছে। তারও গণতান্ত্রিকভাবে ব্যবস্থা করতে হবে!

বিজেপির নির্দেশে এসআইআর-শুনানিতে মানুষকে ডেকে ধারাবাহিকভাবে হেনস্থা-হয়রানি নিয়েও সরব হন অভিষেক। এছাড়াও ভিনরাজ্যে বারবার বাংলার শ্রমিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে এদিন পরিযায়ীদের জন্য রাজ্য প্রশাসনের দুটি হেল্পলাইন নম্বরও বলে দেন অভিষেক। তিনি জানান, অন্য রাজ্যে কারও কোনও অসুবিধা হলে সরাসরি যোগাযোগ করবেন। আমাদের প্রশাসন সবরকম আইনি সহায়তা দিয়ে আপনাদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করবে। বেলডাঙার ঘটনায় কারও প্ররোচনায় পা না দেওয়ার বার্তা দিয়ে অভিষেকের সংযোজন, ধর্মে-ধর্মে বিভাজন তৈরি করে যারা মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদকে এক হতে হবে। কোনওরকম উসকানিতে পা দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিলে লাভ হবে বিজেপির। মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নিয়ে যে রাজনীতি করছে, সে-ই ২০১৯ সালে বিজেপির প্রার্থী ছিল। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ খুব তাড়াতাড়ি সামনে আসবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডিসেম্বরে বহু উড়ান বাতিল এবং চরম যাত্রীভোগান্তির ঘটনায় এবার দেশের বৃহত্তম বেসরকারি উড়ানসংস্থা ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল ডিজিসিএ। শনিবার বিবৃতি জারি করে ইন্ডিগোর উপর ২২.২ কোটি টাকার জরিমানা চাপানো হয়েছে।

দিল্লি দরবার

১১
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

বিজেপি মানুষের কথা ভাবে না

ওদের বাংলাজয়ের স্বপ্ন অধরাই থাকবে

নয়াদিল্লি : বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুধুমাত্র 'রাজনীতি' করতে মোদি সিঙ্গুরে যাচ্ছেন। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর বাংলার নামে কুৎসা করাই বিজেপির লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী মোদির সিঙ্গুর সফরের প্রাক্কালে রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল তথ্য তুলে ধরে বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ফারাক

সিঙ্গুর-কটাক্ষ তৃণমূল সাংসদের

কোথায়। এক্স বার্তায় তিনি স্পষ্ট লেখেন, গুরুত্বপূর্ণ হল দিদি এবং মোদির মধ্যে প্রধান পার্থক্যটা বোঝা। সাকেত লেখেন, আমি অনেকদিন ধরেই এটা লিখতে চাইছিলাম। আজ আমাকে সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী বাংলার সিঙ্গুরে যাচ্ছেন। এবং সেখানে গিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই পুরনো ভাঙা রেকর্ডই তিনি বাজাবেন। বলবেন, কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাটা ন্যানো প্রকল্পের জন্য কৃষকদের জমি জোর করে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। ঘটনা হল, মোদির আমন্ত্রণে টাটার ন্যানো গুজরাতে চলে যায়। এবং শেষমেশ সেটি ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপর্যয়কর পরিবহণ প্রকল্পে পরিণত হয়। সাংসদের কথায়, এখানে বোঝা দরকার মোদি আর দিদির ফারাকটা কোথায়। ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ মোদি গুজরাত ও অসমে টাটার দুটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিটের অনুমোদন দেন। এর জন্য মোদি সরকার ৪৪,২০০ কোটি টাকার (জনগণের অর্থ) ভর্তুকি দেয়। এর কিছুদিন পরেই টাটা লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপিকে ৭৫৮ কোটি টাকা অনুদান দেয়। এভাবেই মোদি কাজ করেন। প্রথমে জনগণের কোটি কোটি টাকা কর্পোরেট ভর্তুকি হিসেবে দেন। তারপর দলের তহবিলের জন্য তার বিপুল অংশ লাভ করেন। জনগণের স্বার্থ মোদির কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল টাকা এবং নির্বাচনী তহবিল। আর এটাই হল তার সঙ্গে দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্থক্য।

২০০৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি দখলের প্রতিবাদে ২৬ দিনের অনশনে বসেছিলেন। তিনি এটা এই কারণে করেননি যে তিনি কর্পোরেট-বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাংলার কৃষক ও দরিদ্র মানুষের অধিকারকে কর্পোরেটদের স্বার্থে বলি দেওয়া উচিত নয়। যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে অনশন করেছিলেন, তখন তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য তথা দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠেনি।

এখানেই পার্থক্য— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনশন ভাঙার জন্য টাটাদের সঙ্গে কোনও 'চুক্তি' করেননি। তিনি দলের তহবিলের জন্য বাংলার মানুষের স্বার্থ বলি দেননি। তিনি অনাহারে থেকে সঠিক এবং সত্যের জন্য লড়াই করেছিলেন।
মানুষের স্বার্থ সেখানে রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে বড় ছিল। এবং ঠিক এই ব্যাপারটিই মোদি-শাহ এবং বিজেপি বুঝতে পারে না। বিজেপি নেতারা মানুষের স্বার্থকে গুরুত্ব দেন না, মানুষও বাংলার আসন্ন ভোটে বিজেপিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।

শুনানি-প্রহসন কমিশনে ফের গেল তৃণমূল

কমিশন থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলন। শনিবার।

(প্রথম পাতার পর)

যখন-তখন নিয়ম বদলানো হচ্ছে এবং ইআরও-দের ক্ষমতার তারতম্য ঘটছে।

২) কমিশনের নির্দেশিকার মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে এবং একসাথে প্রচুর ফর্ম-৭ জমা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

৩) যে 'ম্যাপড' ভোটারদের লজিক্যাল ডিসক্রেপন্সির কেস রয়েছে, তাদেরও 'অ্যানম্যাপড' কেস হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

৪) অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য বৈষম্যমূলক এবং কঠোর নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৫) ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র অনেক ক্ষেত্রে সিস্টেমে পাওয়া যাচ্ছে না।

৬) লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির পরিমাণ অনেক বেশি দেখানো হচ্ছে।

৭) শুনানির সময় আধিকারিক এবং সাধারণ মানুষের ছবি আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

৮) পরিচয়পত্র হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে অকারণে বাতিল করা হয়েছে।

৯) এই পুরো প্রক্রিয়াতে নাগরিকদের প্রতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাসের আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে।

শনিবারের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মহুয়া মৈত্র, পার্থ ভৌমিক ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। সিইও দফতর থেকে বেরিয়ে কমিশনকে তোপ দেগে ফিরহাদ হাকিম বলেন, এসআইআর শুনানি ও লজিক্যাল ডিসক্রেপন্সি আজ এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। মানুষ কীভাবে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন, আপনারা দেখছেন। এই গভর্নমেন্ট এখন ফর দ্য টর্চার, ফর দ্য হ্যারাসমেন্ট, ফর দ্য কিলিং। আজ আমরা মানুষের হেনস্থার প্রতিবাদ করতে এসেছিলাম। আমাদের দলনেত্রী এর মধ্যে কমিশনকে একাধিক চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু বোবা, কালা কমিশন কিছুই করছে না। এরা শুধু হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিদিন একটা করে নির্দেশ দিচ্ছে। আজ এটা। কাল সেটা। আজ যেটা দিচ্ছে, কাল সেটা বদলে যাচ্ছে। বিএলও, ইআরও লেভেলেও কেউ বুঝতে পারছে না কী করতে হবে? সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন— প্রথমে বলল, ২০০২-এ নাম থাকলে তাঁর কিছু লাগবে না। দেখা গেল অ্যানম্যাপড ভোটারের সংখ্যা ৫৮ লক্ষ। বলা হল, এঁদের শুনানিতে ডাকা হবে। তারপর আবার কোনও এক লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নাম করে আরও প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি ভোটারকে ডাকা হল শুনানিতে। আমাদের প্রশ্ন, যে গতিতে শুনানি চলছে, তাতে এঁদের সবার শুনানি হবে তো? যদি না হয়, তাহলে কি এঁদের নাম কাটা যাবে? আপনাদের সফটওয়্যারের ভুলে যাঁদের নামে সমস্যা হয়েছে, তাঁরা কেন বাদ যাবে, প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা।

দূষণমুক্তির নামে পরিসংখ্যানের চাতুরি?

দিল্লির বাতাস নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক

নয়াদিল্লি: রাজধানী দিল্লির প্রাণঘাতী বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বিজেপি সরকারের ভূমিকা ও কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সাম্প্রতিক দাবি এখন বড়সড় প্রশ্নের মুখে। গত ১৫ জানুয়ারি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আগামী এক বছরের মধ্যে দিল্লির বাতাসের গুণমান ১৫ শতাংশ উন্নত হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, মন্ত্রীর এই আশ্বাস কি বাস্তবসম্মত, নাকি শুধুই পরিসংখ্যানের কারসাজি?

পরিবেশবিদ এবং বিরোধীদের তথ্য বিশ্লেষণে উঠে আসছে এক ভিন্ন চিত্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেছেন, ২০১৬ সালের তুলনায় বর্তমানে দিল্লিতে 'ভালো বাতাসের দিন' দ্বিগুণ হয়েছে। তাঁর মতে, ১১৬ থেকে বেড়ে এই সংখ্যা এখন ২০০। কিন্তু এখানে একটি বড় ধরনের 'সংজ্ঞাগত বিভ্রাট' বা তথ্যের চাতুরি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারি একিউআই (বায়ুর গুণমান ইনডেক্স) মানদণ্ড অনুযায়ী, ০-৫০ এর মধ্যে থাকা বাতাসকেই কেবল 'ভালো' বলা হয়। মন্ত্রী এবং তাঁর মস্ত্রক চাতুরি করে ২০০ পর্যন্ত একিউআই-কে 'ভালো' বলে দাবি করছেন। অথচ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ১০০-২০০ একিউআই-কে 'সহনীয়' বলা হয়, যা শিশু, বৃদ্ধ এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগীদের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। গত বছরের এক পরিসংখ্যান বলছে, আগের দুই বছরে দূষণের নিরিখে রাজধানী দিল্লি প্রকৃত অর্থে একটিও 'ভালো' দিন দেখেনি। ফলে, পরিসংখ্যান ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দূষণ কমার নেপথ্যে যে পদক্ষেপগুলোর কথা বলা হচ্ছে, তা নিয়েও সংশয় কাটছে না। ৬২টি ট্রাফিক হটস্পটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং শিল্পাঞ্চলে অনলাইন নজরদারির কথা বলা হলেও গত বছর দীপাবলির সময় রহস্যজনকভাবে বহু স্টেশনের তথ্য উধাও হয়ে যাওয়া এবং মনিটরিং স্টেশনের সামনে জল ছিটিয়ে কৃত্রিমভাবে একিউআই কমিয়ে দেখানোর মত কারচুপির অভিযোগ উঠেছে খোদ ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে। এছাড়া খড় পোড়ানো ৯০ শতাংশ কমেছে বলে পরিবেশ মন্ত্রক যে দাবি করছে,

স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণকারী সংস্থা 'আইফরেস্ট' তাকে সম্পূর্ণ 'ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ছবি' হিসেবে অভিহিত করেছে।

সবশেষে, এই জাতীয় দুর্যোগপূর্ণ ইস্যুতে সংসদে আলোচনা না হওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। মোদি সরকারের দুই মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং কিরেণ রিজিজু বিরোধীদের হট্টগোলকে দায়ী করলেও বিরোধীপক্ষ বিষয়টিকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের মতে, সরকার আলোচনা এড়াতেই তড়িঘড়ি সংসদ মুলতবি করে দিয়েছিল। একদিকে তথ্যের গরমিল এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক দায়সারা মনোভাব— এই দুইয়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দিল্লির সাধারণ মানুষের 'নিশ্বাস নেওয়ার অধিকার' আজ চরম অনিশ্চয়তার মুখে।

এজেন্সিরাজ চালাচ্ছে কেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর)

ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আপনারাই পারেন এমন নৈরাজ্য থেকে দেশকে বাঁচাতে। বিচারব্যস্থার উপর মানুষের অগাধ আস্থা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ভাবতে হবে। ঐক্য নিয়ে সকলকে কথা বলতে হবে। এই সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন উত্তরবঙ্গের জন্য অনেক বড় বিষয়। উত্তরবঙ্গবাসীর জন্যে আজ ঐতিহাসিক দিন। একটা মাইলস্টোন। যাঁরা এই ভবন তৈরি করেছেন তাঁদের অভিনন্দন। ৪০.০৮ একর জমির উপর তৈরি করা হয়েছে এই ভবন।

দেশ বিদেশ

18 January, 2026 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘু হিন্দুর উপর হামলার অভিযোগ। এবার সিলেটের গোয়াইনঘাটে সেদেশের এক সংখ্যালঘু শিক্ষকের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা সামনে এল। ভয়াবহ ওই আগুন থেকে কোনওভাবে প্রাণে বেঁচে যান পরিবারের সদস্যরা। গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ

বাংলাদেশে গাড়ির নিচে পিষে মারা হল সংখ্যালঘু তরুণকে

ঢাকা: বাংলাদেশে ফের খুন সংখ্যালঘু যুবক। মাথার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাঁকে মারল দুষ্কৃতীরা। জানা গিয়েছে, যুবকের নাম রিপন সাহা (৩০)। তিনি রাজবাড়ি সদর উপজেলার গোয়ালন্দ মোড়ে একটি পেট্রোলপাম্পে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। ইউনুস জমানায় যেভাবে পরপর সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ঘটছে তারই সর্বশেষ সংযোজন এটি। জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোরে পেট্রোলপাম্পে তেল নিতে এসেছিল

একটি চারচাকার গাড়ি। তেল দেওয়ার পর টাকা না দিয়েই সেটি চলে যাচ্ছিল। বাধা দিতে গেলে রিপনকে ধাক্কা মেরে তাঁর মাথার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়। রাজবাড়ির খানখানাপুর ইউনিয়নের সাহাপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন রিপন। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘাতক গাড়িটির মালিক আবুল হাসেম বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ এবং রাজবাড়ি জেলা যুবদলের প্রাক্তন সভাপতি।

ডিসেম্বরে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে হয়েছে ২.২৭ লক্ষ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি: বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান অস্থিরতার পাশাপাশি শুল্ক সংক্রান্ত টানাপোড়েন অব্যাহত। তবে ভারতের আমদানি ব্যয়ের উচ্চগতির কারণে ডিসেম্বর মাসে দেশের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২ লক্ষ ২৭ হাজার ২৮৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এই ঘাটতি ছিল প্রায় ১,৮৭,২৫৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতের পণ্য রপ্তানি গত বছরের তুলনায় ১.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪৯,৫৫৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে, আমদানি ৮.৮ শতাংশ লাফিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মূলত ইলেকট্রনিক্স, স্বর্ণ এবং যন্ত্রপাতির আমদানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলেই এই ঘাটতি তৈরি হয়েছে। আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্যের ওপর আগস্টের শেষ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ শুল্ক আরোপের পর ডিসেম্বরে ভারতের রফতানি ১.৮৩ শতাংশ কমে প্রায় ৬২ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা হয়েছে। এই বিষয়ে বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়ালের বক্তব্য, আমেরিকার বাজারে আমরা এখনও শক্ত অবস্থানে আছি। শুল্ক কম এমন পণ্যগুলোতে আমাদের রফতানিকারকরা বেশি নজর দিচ্ছেন। আর যেখানে শুল্ক বেশি, সেখানেও তারা দক্ষতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে সরবরাহ ব্যবস্থা ধরে রেখেছেন।

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বাণিজ্য সচিব জানান, বর্তমানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আলোচনা চলছে এবং অবশিষ্ট অমীমাংসিত বিষয়গুলো দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (এপ্রিল-ডিসেম্বর) ভারতের পণ্য রফতানি ২.৪৪ শতাংশ বেড়ে প্রায় ২৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই প্রবৃদ্ধির মূলে ছিল ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ (ফার্মাসিউটিক্যালস), মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য। বাণিজ্য সচিবের আশা, চলতি অর্থবছরে পণ্য ও পরিষেবা মিলিয়ে মোট রফতানি প্রায় ৭৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা গত অর্থবছরের প্রায় ৭৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬২৪ কোটি টাকার তুলনায় বেশি। রফতানি গন্তব্য হিসেবে আমেরিকা এখনও ভারতের শীর্ষ তালিকায় অবস্থান বজায় রেখেছে। এপ্রিল-ডিসেম্বর সময়ে সেদেশে ভারতের রফতানি ছিল ৬৫.৮৮ বিলিয়ন ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং তৃতীয় স্থানে চিন। লক্ষণীয়, চিনের বাজারে ভারতের রফতানি গত অর্থবছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বাণিজ্য সচিবের মতে, বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ব্যবস্থার যে পরিবর্তন বা 'রিক্যালিব্রেশন' চলছে, তারই সুবিধা পাচ্ছে ভারত। এদিকে, ইরান থেকে তেল বা পণ্য আমদানিকারক দেশগুলোর ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকির বিষয়ে রাজেশ আগরওয়াল জানান, কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

ট্রাম্পকে মাচাদোর নোবেল হস্তান্তর: কী নিয়ম জানাল নরওয়ের কমিটি

অসলো: ওয়াশিংটনে গিয়ে নিজের নোবেল শান্তি পুরস্কার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। যিনি নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কট্টর মাদুরো-বিরোধী বলে পরিচিত। ইতিমধ্যে ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বেনজির কায়দায় বন্দি করে নিজের দেশে বিচারের আওতায় এনেছেন ট্রাম্প। সেজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নিজের নোবেল পুরস্কারটি ট্রাম্পকে দিয়ে এসেছেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো। হাসিমুখে তা গ্রহণও করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউস সূত্র উল্লেখ করে সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ওই পুরস্কার ট্রাম্প নিজের কাছেই রেখে দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু অন্যের অর্জিত নোবেল পুরস্কার কি এভাবে আরেকজনকে হস্তান্তর করা যায়? মাচাদো কি নিয়ম ভেঙেছেন? বিশ্বজুড়ে এই নিয়ে বিতর্ক ওঠায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এইসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও বিবৃতি দিয়েছে নরওয়ের নোবেল কমিটি।

প্রসঙ্গত, নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদকের সঙ্গে মাচাদো পেয়েছেন একটি ডিপ্লোমা এবং পুরস্কারমূল্য হিসাবে ১১ লক্ষ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় তার মূল্য প্রায় ১০ কোটি ৮০ হাজার টাকা। এবার কি তাহলে এই অর্থমূল্যও ট্রাম্পের হাতে তুলে দেবেন মাচাদো? নিয়ম কী বলছে? এক বিবৃতিতে নোবেল কমিটি বলেছে, পদক, ডিপ্লোমা বা পুরস্কারমূল্যের যাই হোক, মূল

এবার কি পুরস্কারের অর্থমূল্যও মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাবেন?

বিজয়ীর নামই নোবেল পুরস্কারের প্রাপক হিসাবে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। পুরস্কৃত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাঁর পদক, ডিপ্লোমা বা অর্থ দিয়ে কী করবেন, সেই বিষয়ে নোবেল ফাউন্ডেশনের কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তিনি সেগুলি নিজের কাছে রাখতে পারেন, কাউকে দিয়ে দিতে পারেন, বিক্রি করে দিতে পারেন বা উৎসর্গ করতে পারেন। পুরস্কার এবং তার স্বীকৃতি তিনিই পাবেন, যাঁকে নরওয়ের নোবেল কমিটি মনোনীত করেছে। বিবৃতিতে ট্রাম্প বা মাচাদোর নাম উল্লেখ করেনি নোবেল কমিটি। তবে মাচাদো প্রথম নন। এর আগেও নোবেল পুরস্কার দিয়ে দেওয়া বা পদক বিক্রি করার নজির রয়েছে।

ট্রাম্পের শুল্ক হুমকির মুখে চাবাহার আমেরিকার সঙ্গে দরকষাকষিতে ভারত

নয়াদিল্লি: ইরানের চাবাহার বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে। বিদেশ মন্ত্রকের সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনের বর্ধিত নিষেধাজ্ঞা মকুবের মেয়াদ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে নয়াদিল্লি। উল্লেখ্য, এই মকুবের মেয়াদ আগামী ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন তেহরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলোর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ায় এবং চাবাহার বন্দর নিয়ে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের ইঙ্গিত দেওয়ায় ভারত এই প্রকল্প থেকে পিছু হটছে কি না, তা নিয়ে জোরালো জল্পনা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ভয়ে ভারত চাবাহার প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদিও বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র এই প্রতিবেদনটি সরাসরি নিশ্চিত করেননি, তবে তিনি জানিয়েছেন যে আমেরিকা এই ছাড়ের বিষয়ে কিছু শর্ত আরোপ করেছে এবং ভারত সেই শর্তাবলী নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

চাবাহার বন্দর পরিচালনার দায়িত্বে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইন্ডিয়া পোর্টস গ্লোবাল লিমিটেড (আইপিজিএল)-এর বোর্ড থেকে সরকারি পরিচালকদের গণ-পদত্যাগ এবং সংস্থার ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দেওয়ার মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্য বিদেশ মন্ত্রক কোনো মন্তব্য করেনি। একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার হাত থেকে কর্মকর্তাদের

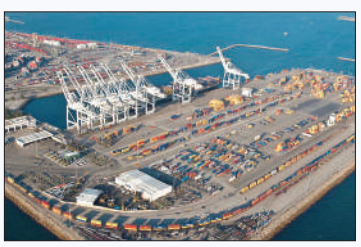

বাঁচাতে এবং আর্থিক দায়বদ্ধতা এড়াতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এমনকী ভারত ওই বন্দরের জন্য বরাদ্দ ১২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অর্থ ইতিমধ্যেই ইরানকে হস্তান্তর করে দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, যাতে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়লে ভারতের ওপর কোনও আর্থিক দায় না থাকে এবং ইরান সেই অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারে। এক সময় আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় সরাসরি প্রবেশের জন্য পাকিস্তানকে এড়িয়ে চাবাহার বন্দরকে ভারতের জন্য কৌশলগত সংযোগস্থল বা 'কানেক্টিভিটি হাব' হিসেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই সমীকরণ বদলে যেতে শুরু করেছে। ভারত ও আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এখন এক অস্থির সময় চলছে। রুশ তেল কেনা অব্যাহত রাখায় ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকা ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে এবং বাণিজ্য আলোচনা বর্তমানে স্থবির হয়ে আছে। এর ওপর ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতি দিল্লির ওপর চাপ আরও বাড়িয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ভারত ট্রাম্পের নতুন শুল্ক হুমকির বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। অন্যদিকে, ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সরকারের কঠোর দমননীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত তার নাগরিকদের ইরান ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং সেখানে অবস্থানরত প্রবাসীদের বাণিজ্যিক ফ্লাইটের মাধ্যমে দ্রুত দেশে ফেরার পরামর্শ দিয়েছে। তবে ইরানকে কি ভারত বন্ধু হিসেবে ত্যাজ্য করছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র জানান যে, তেহরানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব রয়েছে এবং নয়াদিল্লি সেই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তবে শর্তসাপেক্ষ মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আর ট্রাম্পের কড়া নীতির মুখে ভারত কীভাবে এই ভারসাম্য বজায় রাখে, এখন সেটাই দেখার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৫ জানুয়ারি পার্ক স্ট্রিট অক্সফোর্ড বুক স্টোরে প্রকাশিত হয়েছে অঞ্জন দত্ত-র আত্মজীবনী 'অঞ্জন নিয়ে'। উদ্বোধন করেছেন অপর্ণা সেন। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং

জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি

কয়েকদিন পরেই শুরু হবে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোরকদমে চলছে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি। আশা করা যায়, মেট্রোর মাধ্যমে আগের তুলনায় বেশি সংখ্যক মানুষ আসবেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

সেজে উঠছে বইমেলা প্রাঙ্গণ। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

বাঁধা হচ্ছে স্টল। কাঠ, প্লাইউডের উপর ঠোকা হচ্ছে পেরেক। কোথাও ছোঁয়ানো হচ্ছে রঙের প্রলেপ। লাগানো হচ্ছে ব্যানার। এইভাবেই ধীরে ধীরে সেজে উঠছে বিধাননগর বইমেলা প্রাঙ্গণ। কারণ, আর ক'টা দিন পরেই, ২২ জানুয়ারি, এখানেই শুরু হবে বাংলার বৃহত্তম বইপার্বণ। ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিথি হিসেবে

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাংবাদিক সম্মেলন

উপস্থিত থাকবেন এইবছরের ফোকাল থিম কান্ট্রি আর্জেন্টিনার বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুস্তাবো কানসোব্রে এবং ভারতে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের কবি, সাহিত্যিক, গুণিজন ও মাননীয় মন্ত্রীরা। চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

গত কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা পৃথিবীর বৃহত্তম পাঠকধন্য বই উৎসব। আয়োজক সংস্থা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লক্ষ বইপ্রেমী। বই বিক্রির পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটি টাকা। এবার বইমেলায় অংশ নেবে গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, পেরু, কলম্বিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশ। এছাড়া থাকছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রকাশনাও। যেমন দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বিহার, অসম, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটক, ওড়িশা, ত্রিপুরা ইত্যাদি।

গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে এবং সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে জানা গেছে, এবার মেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০০০-এর বেশি। সিনিয়র সিটিজেন দিবস 'চিরতরুণ' উদ্যাপিত হবে ৩০ জানুয়ারি। বইমেলায় শিশু দিবস উদযাপন হবে ১ ফেব্রুয়ারি। ৯টি তোরণের মধ্যে দুটি হচ্ছে আর্জেন্টিনার স্থাপত্যের আদলে। কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন, প্রফুল্ল রায় এবং প্রতুল মুখোপাধ্যায়। তাঁদের নামে থাকছে দুটি তোরণ। সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর নামাঙ্কিত একটি তোরণ থাকছে। লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন হচ্ছে কবি রাহুল পুরকায়স্থর নামে। জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শিল্পী ময়ূখ চৌধুরির নামে থাকবে বইমেলার শিশু মণ্ডপ। ভূপেন হাজারিকা এবং সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ আলোচনাসভা ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হবে যথাক্রমে ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি।

এইবছরই বইমেলা প্রাঙ্গণে মেট্রো রেলের মাধ্যমে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ হয়ে সরাসরি পৌঁছনো যাবে। ফলে, আশা করা যায় মেট্রোর মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা থেকে আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ এবারে বইমেলায় আসবেন। গিল্ডের অনুরোধে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেলার দিনগুলোয় আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো চালানোর, রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত মেট্রো চালাবার এবং ছুটির দিনেও এই পরিষেবা চালু রাখার। বইমেলা প্রাঙ্গণে থাকবে মেট্রোর একটি বিশেষ বুথ যেখান থেকে ইউপিআই-এর মাধ্যমে সরাসরি টিকিট কাটা যাবে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ-এর নূর ইসলাম বললেন, হাওড়া ও শিয়ালদহ, দুই বড় স্টেশনের সঙ্গে মেট্রো যোগাযোগ বড় ফ্যাক্টর হতে চলেছে এবার। আশা করি আরও বেশি সংখ্যক বইপ্রেমী মেলায় আসবেন। বেশকিছু নতুন বই প্রকাশ করছি আমরা।

কথা হল সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি জানালেন, কলকাতা বইমেলা আমাদের প্রাণের মেলা। এবারেও সফল হবে। বয়সের কারণে খুব বেশি যেতে পারব না। তবে যাব। বেরবে আমার বই।

সাহিত্যিক অমর মিত্র বললেন, অনেকেই হতাশার কথা বলেন। তবে আমার মনে হয়, পাঠকের সংখ্যা মোটেও কমেনি। বছর বছর প্রচুর নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষ কিনছেন বলেই সেটা সম্ভব হচ্ছে। এবার আমার কয়েকটি বই প্রকাশ পাচ্ছে।

সাহিত্যিক জয়ন্ত দে বললেন, আমার কয়েকটি বই বেরবে এবার। মেলায় যাব। অনেকের সঙ্গে দেখা হবে। এই দিনগুলোর জন্য সারাবছর অপেক্ষায় থাকি।

জানা গেছে, আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অ্যাপের মাধ্যমে গুগল লোকেশন মারফত মেলার মধ্যে যে কোনও স্টল খুঁজে পাওয়ার সুবিধা থাকবে। এছাড়াও বইমেলা সরাসরি ভার্চুয়ালি দেখা যাবে গিল্ডের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। এবারেও ডিজিটাল পার্টনার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি। খুব সহজেই কিউ আর কোড স্ক্যান করে মেলার ডিজিটাল ম্যাপ এবং অংশগ্রহণকারীদের তালিকা পাওয়া যাবে। মেলার সব গেটে থাকবে এই কিউ আর কোড। এছাড়াও বরিষ্ঠদের জন্য থাকছে মুদ্রিত গ্রাউন্ড ম্যাপ। এবারের হেলথ্ পার্টনার পিয়ারলেস হসপিটেক্স হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টার লিমিটেড। এক্সক্লুসিভ ব্রডব্যান্ড পার্টনার মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড। থাকবে প্রতিদিনের লটারি। ভাগ্যবান বিজেতারা পাবেন বুক গিফট কুপন। বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ কলকাতা সাহিত্য উৎসব। অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি। মেলায় মেলবন্ধন ঘটবে লেখক-পাঠকের। জোরকদমে চলছে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি। মঞ্চ থেকে চূড়ান্ত ঘণ্টাধ্বনি ছড়িয়ে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা।

বইপ্রকাশ

» ১৬ জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে প্রকাশিত হল রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসুর দুটি বই 'বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি' এবং 'নটেগাছ ও অন্যান্য লেখা'। একইসঙ্গে প্রকাশিত হল কবি সুবোধ সরকারের কবিতার বই 'মোছা যায় কি হোয়াইট ওয়াশে?' উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কবি সুবোধ সরকার। কথা সমন্বয়ে ছিলেন সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত। এছাড়াও ছিলেন দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শঙ্কর মণ্ডল এবং দীপ্তাংশু মণ্ডল। কলকাতা বইমেলায় পাওয়া যাবে বইগুলো।

সাহিত্যের ইয়ারবুক

» বাংলা সাহিত্যের গুগল 'সাহিত্যের ইয়ারবুক'। সূচনা হয়েছিল জাহিরুল হাসানের হাত ধরে। গত কয়েক বছর আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদনা করছেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। পূর্বা থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্যের ইয়ারবুক ঠিকানাপঞ্জি ২০২৬'। ভূমিকা 'ইয়ারবুকের আড্ডায়' অতীত স্মৃতিচারণায় ডুব দিয়েছেন কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ চৌধুরী। একদা এক নবীন লেখক ইয়ারবুকের পাতায় নাম তোলার জন্য কতটা উদগ্রীব ছিলেন, জানা যায় লেখাটি পড়ে। বর্তমানে এই বইয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ঠিক কতটা, তুলে ধরেছেন সেটাও। এতে আছে বাংলা ভাষার বহু লেখক, পত্রপত্রিকা, প্রকাশন সংস্থা, সংগঠনের ঠিকানা, ফোন নম্বর। বেশ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমেই সাহিত্যিক-শিল্পী, তারপর পত্রপত্রিকা। এরপর একে একে আছে প্রকাশক, সংস্থা, গ্রন্থ-বিপণি, বাংলাদেশের ঠিকানা, ওয়েবসাইট, কলকাতা ও শহরতলির পিন কোড, দিনপঞ্জি, বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম, প্রয়াণপঞ্জি ইত্যাদি। প্রচ্ছদশিল্পী হিরণ মিত্র। বইপাড়া তো বটেই পাওয়া যাবে কলকাতা বইমেলাতেও। দাম ৪৫০ টাকা।

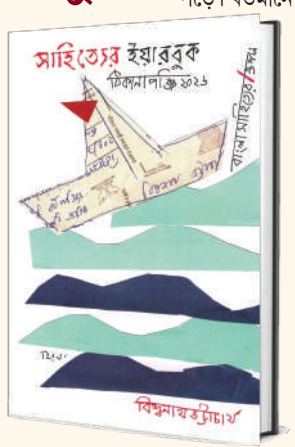

মাঠে ময়দানে

18 January, 2026 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিগ ব্যাশে আবার নতুন নিয়ম আসছে। পরিবর্ত হিসেবে ব্যাট করা যাবে কিন্তু ফিল্ডিং করা যাবে না

তিন পয়েন্ট এমবাপেদের

মাদ্রিদ, ১৭ জানুয়ারি : স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে হারের পর, কোপা দে রে থেকে ছিটকে যাওয়া। পরপর দুটো ম্যাচের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে অবশেষে জয়ের স্বাদ পেল রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার লা লিগায় রিয়াল ২-০ গোলে হারিয়েছে লেভেন্তেকে। ঘরের মাঠ স্যান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আয়োজিত ম্যাচটা কিলিয়াম এমবাপেদের জন্য ছিল ডু অর ডাই। কোচ বিদায় এবং টানা দুটো টুর্নামেন্টের ব্যর্থতায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল রিয়াল। চাপে ছিলেন সদ্য কোচের দায়িত্ব নেওয়া আলভারো আরবেলোয়াও। এদিনের জয় কিছুটা হলেও সেই চাপ কাটাল। তবে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও, প্রথম গোলের জন্য ৫৭ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে রিয়ালকে। অবশেষে ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ১-০ করেন এমবাপে। ৬৫ মিনিটে ২-০ করেন রাউল আসেনসিও। এই জয়ের সুবাদে ২০ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দুইয়ে রইল রিয়াল। ১৯ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

অভিষেকেই ডার্বি জিতলেন ক্যারিক

গোলদাতা এমবেউমোকে নিয়ে উৎসব।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ১৭ জানুয়ারি : কোচ দলেই জয়ের সরণিতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যান সিটিকে পরিষ্কার ২-০ গোলে হারিয়েছে ম্যান ইউ। ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের দায়িত্ব নিয়েই বড় চমক দিলেন মাইকেল ক্যারিক।

রুবেন আমোরিমকে ছেঁটে ফেলার পর, মরশুমের বাকি সময়ের জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন ক্যারিক। সেই অর্থে শনিবাসরীয় ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি ছিল প্রাক্তন ম্যান ইউ মিডফিল্ডারের কাছে টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থা অর্জনের প্রথম ধাপ। আর এই অগ্নিপরীক্ষায় লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করলেন ক্যারিক। ২০২১ সালে ওলে গানার সোলসারের বিদায়ের পর মাত্র তিন ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অস্থায়ী কোচের দায়িত্ব সামলেছিলেন ক্যারিক। সেবার তিনটি ম্যাচেই অপরাজিত ছিলেন। এদিনের জয়ের পর ম্যান ইউয়ের কোচ হিসাবে টানা চার ম্যাচ অপরাজিত রইলের ক্যারিক।

ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু থেকেই লড়াই চালিয়ে গিয়েছে ম্যান ইউ। বিপক্ষকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ছিলেন না ব্রুনো, কাসেমিরোরা। বিরতির আগেই হ্যারি ম্যাগুয়ের ও আমাদ দিয়ালো প্রয়াস পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়। অবশেষে ৬৫ মিনিটে ব্রায়ান এমবেউমোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। ৭৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন প্যাট্রিক ডোরগু। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে ম্যাসন মাউন্টের করা গোল অফসাইডের কারণে বাতিল না হলে, সিটির হারের ব্যবধান আরও বাড়ত। এদিনের দুরন্ত জয়ের সুবাদে ২২ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের চার নম্বরে উঠে এল ম্যান ইউ। অন্যদিকে, সমান ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত দুইয়েই রইল সিটি।

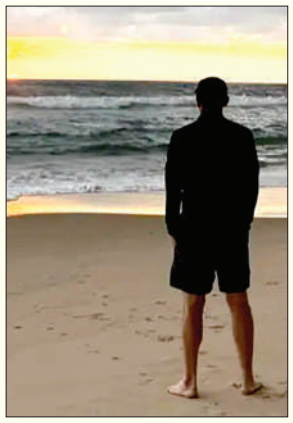

সুস্থ মার্টিনকে ফের টানছে সমুদ্রসৈকত

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ড্যামিয়েন মার্টিন। শনিবারই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মার্টিন। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর ছিল যে, কোমায় চলে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এদিন অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রসৈকতে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন মার্টিন। সঙ্গে লিখেছেন, আমার পরিবার, বন্ধু, সতীর্থ এবং ভক্তদের ধন্যবাদ। ২৭ ডিসেম্বর আমার জীবনের ভয়ঙ্করতম দিন। জীবন একেবারেই আমার হাতে ছিল না। মেনিনজাইটিস আমার মস্তিষ্কে আক্রমণ করেছিল। যা থেকে আমার মৃত্যুও হতে পারত। আট দিন কোমায় ছিলাম আমি। ওই কঠিন পরিস্থিতিতে সবাই আমার পাশে ছিলেন। অবশেষে আমি রোগমুক্ত এবং সুস্থ। এখন সমুদ্রসৈকতে নতুন করে ফিরে পাওয়া জীবন উপভোগ করছি।

স্বপ্নটা এখনও বেঁচে, অবসর উড়িয়ে জকো

আজ শুরু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

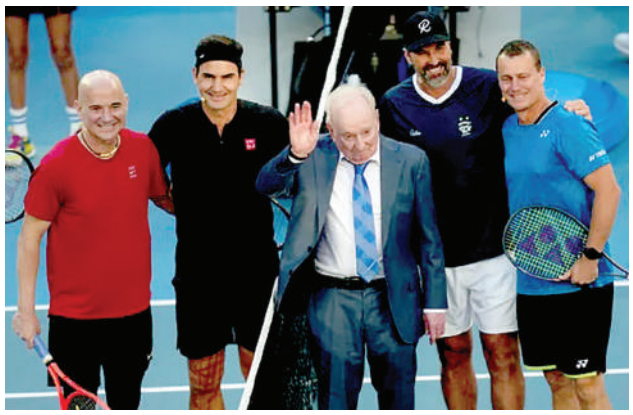

মেলবোর্ন পার্কে কিংবদন্তি রড লেভারের সঙ্গে ফেডেরার ও অন্যরা। শনিবার।

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জয়ের স্বপ্নটা এখনও বেঁচে। অবসর নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্ন উড়িয়ে সাফ জানালেন নোভাক জকোভিচ। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। শনিবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে জকোভিচ বলেন, শেষ দুটো বছর খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু এই নিয়ে কোনও অভিযোগ করতে রাজি নই। কোনও আক্ষেপও নেই। এই খেলাটা আমাকে দু'হাত ভরে দিয়েছে। তাই আমি টেনিসের কাছে কৃতজ্ঞ।

২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী তারকা আরও বলেছেন, ৩৮ বছর বয়সেও আমার স্বপ্ন এখনও বেঁচে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের টেনিসে কমবয়সীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই আমার মোটিভেশন। পাশাপাশি টেনিসের প্রতি আবেগ এবং ভালবাসাও আমাকে খেলা চালিয়ে যেতে উদ্দীপ্ত করে। জকোভিচের সংযোজন, কবে অবসর নিচ্ছি, এই প্রশ্নের মুখোমুখি ইদানীং প্রায়ই হতে হয়। এক না একদিন তো সেই দিনটা আসবেই। তবে সেটা কবে, তা আমি জানি না। এটা নিয়ে কথাও বলতে চাই না। এখনও আমি বিশ্বের সেরা চারজনের একজন।

২০২৩ সালের পর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে পারেননি। গত দুটো বছরে গ্র্যান্ড স্ল্যামে আসরে বারবার হেরেছেন কার্লোস আলকারেজ ও জানিক সিনারের কাছে। এই প্রসঙ্গে জকোভিচের বক্তব্য, আমি কিন্তু গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে আলকারেজকে হারিয়েছিলাম। সুস্থ এবং ফিট থাকলে, এখনও বিশ্বের যে কোনও খেলোয়াড়কে হারানোর ক্ষমতা রাখি। জানি, আলকারেজ ও সিনার নিজেদের খেলাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে, আমার কোনও সুযোগ নেই, এটা ভাবি না।

এদিকে, শনিবার রড লেভার এরিনা মাতালেন রজার ফেডেরার-আন্দ্রে আগাসিরা। লেজেন্ডদের প্রদর্শনী ডাবলস ম্যাচে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর জুটি লেটন হিউইট ও প্যাট র‍্যাফটারকে ২-৪, ৪-২, ৪-২ সেটে হারিয়েছেন ফেডেরার ও আগাসি। মাঝে কিছুটা সময় ফেডেরারের সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলেন প্রাক্তন মহিলা তারকা অ্যাশলে বার্টিও।

মহাকালেশ্বর মন্দিরে বিরাট

ইন্দোর, ১৭ জানুয়ারি : কোচ গৌতম গম্ভীরের পর এবার উজ্জয়নীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন বিরাট কোহলিও। শুক্রবার মহাকালেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন গম্ভীর। শনিবার একই পথে হাঁটলেন বিরাট। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেক ভারতীয় ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে বিরাট দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকালেশ্বর মন্দিরে গিয়ে জয়ের জন্য প্রার্থনা করলেন। পুজো দেওয়ার সময় বিরাটের মুখে শোনা গিয়েছে—'জয় শ্রী মহাকাল' ধ্বনি। কিং কোহলির পুজো দেওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, টি-২০ এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর, বিরাট এখন শুধুই পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে দেশের হয়ে খেলেন। শেষ ছ'টি একদিনের ম্যাচে দু'টি সেঞ্চুরি এবং তিনটি হাফ সেঞ্চুরি এসেছে বিরাটের ব্যাট থেকে।

নেই রাহানে

মুম্বই : ব্যক্তিগত কারণে রঞ্জির গ্রুপ লিগে মুম্বইয়ের বাকি দুই ম্যাচে খেলবেন না অজিঙ্ক রাহানে। তিনি সেই কথা মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়েছেন। চলতি মরশুমের প্রথম দফায় মুম্বই পাঁচ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জিতে ২৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তাতে যা পরিস্থিতি তাতে শার্দূল ঠাকুরের নেতৃত্বে তাদের নক আউটে যাওয়া মোটামুটি নিশ্চিত। রাহানে এই মরশুমের শুরুতেই নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ফলে মুম্বইয়ের অধিনায়ক করা হয়েছিল শার্দূলকে।

স্মিথকে তোপ, বিরাট হলে এটা পারতে না

লাহোর, ১৭ ডিসেম্বর : তাঁর ডাক ফিরিয়ে সিঙ্গলস প্রত্যাখ্যান করেন স্টিভ স্মিথ। বাবর আজমের এই অপমানে ফুঁসছে পাকিস্তান ক্রিকেটমহল। প্রাক্তন ক্রিকেটার বসিত আলি বলেছেন বাবরের বদলে যদি বিরাট কোহলি হত, তাহলে কিন্তু স্মিথ রান নিতে বাধ্য হত।

এবারের বিগ ব্যাশে ৯ ইনিংসে বাবর করেছেন ২০০ রান। গড়ও শোচনীয়, ১০৭.৪৮। শুক্রবার সিডনি তান্ডারের সঙ্গে খেলা ছিল সিডনি সিক্সার্সের। এই ম্যাচে বাবরের ডাকে সাড়া দিয়ে সিঙ্গলস নিতে চাননি স্মিথ। তাতে বিরক্ত হয়ে বেমক্কা ব্যাট চালিয়ে পরের ওভারে বোল্ড হয়ে যান বাবর। আউট হয়ে বাবর যখন ফিরছিলেন তাঁকে খুব হতাশ ও ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল। এরপর তিনি বিজ্ঞাপন কুশনে ব্যাট চালিয়ে সেই ক্ষোভ উগরে দেন। স্মিথ পরে বলেছেন, ট্যাকটিকাল কারণেই

তিনি এটা করেছিলেন। কিন্তু তাতে ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি প্রাক্তনদের। কামরান আকমল ও বসিত আলি বলেছেন, স্মিথের এমন করা উচিত হয়নি। ও হয়তো দ্রততম সেঞ্চুরি করেছে, কিন্তু ওর আগেই বাবরকে বলে দেওয়া উচিত ছিল যে সিঙ্গলস নিও না। কামরান মনে করেন, এটা সতীর্থের প্রতি অশ্রদ্ধা। সিডনি সিক্সার্স বাবরকে নিয়ে অখুশি থাকলে ওকে খেলাত না। দল সবসময় আগে। বাবরকে দরকার না হলে বিশ্রামে রাখা যেত। কিন্তু এমন করা যায় না।

বসিত আবার আরও চড়া সুরে বলেছেন, বিরাট হলে এটা করতে পারত স্মিথ? ও তখন রান নিতে বাধ্য হত। এভাবে স্মিথ নিজেকেই ছোট করেছে। বাবর বিগ ব্যাশে খেলতে গিয়েছে ওকে ডাকা হয়েছে বলে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ওকে পাঠায়নি। এদিকে, স্মিথ বলেছেন তিনি যে ওই ওভারে ৩০ রান তোলার চেষ্টা করবেন সেটা বাবরকে বলেছিলেন। বাবর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কি না সেটা অবশ্য তিনি জানেন না। এদিকে, বিগ ব্যাশ লিগে খেলতে গিয়ে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছেন পাকিস্তানের দুই তারকা ব্যাটার বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান। অন্তত ১২০টি বল খেলা ব্যাটারদের মধ্যে ধীর গতির ব্যাটারদের তালিকায় দু'জনে শীর্ষে রয়েছেন। রিজওয়ানকে তাঁদের ম্যাচে মাঝপথে ব্যাটিং থেকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তে নামেন অধিনায়ক সাদারল্যান্ড।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আইপিএল ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিল কর্নাটক সরকার

মাঠে ময়দানে

18 January, 2026 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

জেতালেন স্মৃতি, জয় ইউপিরও

ইউপি ১৮৭/৮, মুম্বই ১৬৫/৬
দিল্লি ১৬৬, আরসিবি ১৬৯/২

৬১ বলে বিস্ফোরক ৯৬ রান স্মৃতির। শনিবার নবি মুম্বইয়ে।

নবি মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : মাত্র ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করলেন স্মৃতি মান্ধানা। কিন্তু তাঁর দল শুধু ৮ উইকেটে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারালই না, টুর্নামেন্টের চারটি ম্যাচই জিতে নিয়েছে। শনিবারের অন্য ম্যাচে ইউপি ওয়ারিয়র্স ২২ রানে হারিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে।

দিল্লি এদিন প্রথমে ব্যাট করে তুলেছিল ১৬৬ রান। শেফালি ভার্মার ৬২ ছাড়া লুসি হ্যামিলটন করেন ৩৬ রান। জবাবে আরসিবি দিল্লির বোলারদের দাঁড়াতেই দেয়নি। বিশেষ করে স্মৃতি। তিনি ৬১ বলে ৯৬ রান করেন। জর্জিয়া ভল ৫৪ রানে নট আউট থেকে যান। রিচা ঘোষকে চারেই নামানো হয়েছিল। তিনি নট আউট ছিলেন ৭ রানে। ১৮.২ ওভারে জয়ের রান তুলে নেয় আরসিবি। এদিন চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচের অনুমতি দিয়েছে কর্নাটক সরকার। আরসিবি ফ্যানেদের কাছে তারই সেলিব্রেশন স্মৃতিদের এই চারে চার করে ফেলা।

এদিকে, বদলা নেওয়া হল না উল্টে শনিবার ইউপি ওয়ারিয়র্সের কাছে ২২ রানে হেরে গেল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এই নিয়ে চলতি ডব্লুপিএলে দ্বিতীয়বার ইউপির কাছে হারলেন হরমনপ্রীত কৌররা। জেতার জন্য ১৮৮ রান তাড়া করতে নেমে, মুম্বই কুড়ি ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৫ রানেই আটকে গেল।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, অধিনায়ক মেগ ল্যানিং ও ফোবে লিচফিল্ডের জোড়া হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলেছিল ইউপি। সঙ্গী ওপেনার কিরণ নাভগিরে শূন্য রানে আউট হলেও, দ্বিতীয় উইকেটে লিচফিল্ডের সঙ্গে ৭৪ বলে ১১৯ রান যোগ করেন ল্যানিং। লিচফিল্ড আউট হন ৩৭ বলে ৬১ রান করে। ল্যানিংয়ের অবদান ৪৫ বলে ৭০। আগের ম্যাচের সেরা হার্লিং দেওল আউট হন ১৬ বলে ২৫ রান করে। ক্রো ট্রয়ান করেন ১৩ বলে ২১। মুম্বইয়ে অ্যামেলিয়া কের ৩টি ও ন্যাট শিভার ব্রান্ট ২টি উইকেট দখল করেন।

রান তাড়া করতে নেমে, শুরু থেকেই চাপে পড়ে মুম্বই। দুই ওপেনার হেইলে ম্যাথুউজ (১৩) এবং সজীবন সাজানা (১০) খুব বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। এরপর একে একে প্যাভিলিয়নে ফেরেন শিভার (১৫), হরমনপ্রীত (১৮), নিকোলা ক্যারিরা (৬)। ফলে ৬৯ রানেই ৫ উইকেট হারিয়েছিল মুম্বই। ওই পরিস্থিতি থেকে মরিয়া লড়াই শুরু করেন অ্যামেলিয়া কের এবং আমোনজ্যোৎ কৌর। মাত্র ৪৫ বলে ঝড়ের গতিতে ৮৩ রান যোগ করেন দু'জনে। কিন্তু ১৯তম ওভারে আমোনজ্যোৎ ২৪ বলে ৪১ রান করে আউট হতেই মুম্বইয়ের জয়ের আশায় ইতি। অ্যামেলিয়া কের ২৮ বলে ৪৯ রানে নট আউট থেকে যান।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নাটকীয় জয় ভারতের

ঝোড়ো ব্যাটিং বৈভবের।

বুলাওয়াও, ১৭ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিল ভারত। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে বৈভব সূর্যবংশীরা ১৮ রানে জয় ছিনিয়ে নিলেন। শনিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৪৮.৪ ওভারে ২৩৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত। বৃষ্টিতে ম্যাচ একাধিকবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে খেলা যখন ফের শুরু হয়, তখন জেতার জন্য বাংলাদেশের টার্গেট দাঁড়ায় ২৯ ওভারে ১৬৫ রান। ওই সময় বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ৯০। অর্থাৎ জেতার জন্য দরকার ছিল মাত্র ৭৫ রানের। হাতে ছিল ৭০ বল ও ৮ উইকেট। কিন্তু বাংলাদেশ ২৮.৩ ওভারে ১৪৬ রানেই গুটিয়ে যায়। তাদের শেষ ৭ উইকেট পড়েছে মাত্র ২২ রানে! ব্যাটে ব্যর্থ (৭ রান) হলেও, বল হাতে ৪ উইকেট ও দুটি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচের সেরা বিহান মালহোত্রা। অসাধারণ একটা ক্যাচ নেন বৈভবও।

ভারত-বাংলাদেশ সাম্প্রতিক উত্তেজনার আঁচ পড়েছিল এই ম্যাচেও। এদিন টস করতে এসেছিলেন বাংলাদেশের সহকারী অধিনায়ক জাওয়াদ আরবার। টস জিতে তিনি ভারতীয় অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে সোজা সঞ্চালকের দিকে এগিয়ে যান। করমর্দনের চেষ্টা করেননি আয়ুষও। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে, শুরুতেই জোড়া উইকেট খুইয়ে ধুঁকছিল ভারত। তবে বৈভব এবং অভিজ্ঞান কুণ্ডুর হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে স্কোরবোর্ডে সম্মানজনক রান তুলতে পেরেছিল ভারতীয় যুব দল। ৬৭ বলে ৬টি চার ও ৩টি ছয় মেরে ৭২ রান করে আউট হন বৈভব। অন্যদিকে, ১১২ বলে ৮০ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন অভিজ্ঞান। এই ম্যাচেই যুব একদিনের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির রান টপকে গেলেন বৈভব। ২৮ ম্যাচে বিরাট করেছিলেন ৯৭৮ রান। এদিনের পর, ২০ ম্যাচে বৈভবের রান হল ১০৪৭।

কল্যাণী ম্যাচের দল ঘোষিত

প্রতিবেদন : কল্যাণীতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির এলিট গ্রুপের ম্যাচে খেলতে নামছে বাংলা। সার্ভিসেস ম্যাচ শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। শনিবার ১৯ জনের বাংলা দলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। দল এইরকম : **অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সদীপ কুমার ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, সুমন্ত গুপ্ত, শুভম চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রহাস দাস, শাকির হাবিব গান্ধি, সুমিত নাগ, শাহবাজ আমেদ, রাহুল প্রসাদ, মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, বিকাশ সিং, শুভম সরকার, সৌম্যদীপ মন্ডল ও সুমিত মোহন্ত।**

সফল বাংলা

প্রতিবেদন : ৬৯তম জাতীয় বিদ্যালয় জিমন্যাস্টিক্সে বাংলার জয়জয়কার। অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের বিভাগে ক্লাবস ও রিবন ইভেন্টে জোড়া সোনা পেয়েছে দেবস্মিতা হালদার। রিদমিক ইভেন্টে ব্রোঞ্জও পেয়েছে দেবস্মিতা। অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বালিকা বিভাগে হিয়া পারভিন ও উপমা কুমার যথাক্রমে বল ইভেন্টে ও ক্লাবস ইভেন্টে রুপো পেয়েছে।

প্লে-অফে গেল সৌরভের দল

প্রথমবার কোচ হয়েই সাফল্য

প্রিটোরিয়া, ১৭ জানুয়ারি : দক্ষিণ আফ্রিকার টি ২০ লিগে মোটেই ভাল শুরু করেনি প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। কিন্তু তারা পরের দিকে পরপর ম্যাচ জিতে প্লে অফে উঠেছে।

এই প্রথম কোনও দলের হেড কোচের দায়িত্বে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে সাফল্যের অনেকটাই কৃতিত্ব বঙ্গসন্তানেরও। তৃতীয় দল হিসাবে টুর্নামেন্টের প্লে-অফ উঠল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। এর আগে যে দুটি দল প্লে অফে পা রেখেছিল তারা হল পার্ল রয়্যালস ও সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ। এখন বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াই জোহানেসবার্গ সুপার কিংস, এমআই কেপ টাউন ও ডারবান সুপার জায়ান্টসের মধ্যে।

প্রথম পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে সৌরভরা জিতেছিলেন মোটে একটি ম্যাচ। তারপর টানা তিনটি ম্যাচ জিতেছে তারা। এখন ৯ ম্যাচে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের পয়েন্ট হল ২০। তাদের এখন আর একটি ম্যাচ বাকি। সেই ম্যাচ জিতলে প্রথম দুইয়ে উঠে আসার সুযোগ রয়েছে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের। দক্ষিণ আফ্রিকার এই টুর্নামেন্টে প্রথমবার দ্বিতীয় হলেও গতবার তারা প্লে অফে উঠতে পারেনি। এবার জোনাথন ট্রটকে সরিয়ে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস কোচ করেছিল সৌরভকে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক এর আগে দিল্লির মেন্টর ও ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের দায়িত্ব সামলেছেন। সৌরভ আগেই বলেছেন হেড কোচের দায়িত্ব তিনি উপভোগ করছেন। আর এখনও তিনি শিখছেন। আর এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা।

বড় জয়ে শীর্ষে রয়্যাল সিটি

প্রতিবেদন : দারুণ জমে উঠেছে বেঙ্গল সুপার লিগ। শীর্ষে ওঠা নিয়ে তো রীতিমতো সাপ-লুডোর খেলা চলছে। শনিবার এফসি মেদিনীপুরকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সকে টপকে ফের লিগের শীর্ষে উঠে এল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। দু'টি দলই ১২ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল পার্থক্যে হাওড়া-হুগলিকে টেক্কা দিয়েছে রয়্যাল সিটি। কল্যাণী স্টেডিয়ামে স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে ২২ মিনিটেই ইরফান সর্দারের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল রয়্যাল। ২৭ ও ২৮ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করেন মহম্মদ আমিল নাইম এবং স্টেফান। বিরতির ঠিক আগে মেদিনীপুরের হয়ে জনি ব্যবধান কমালেও, দ্বিতীয়ার্ধে তাদের উপরে আরও তিন-তিনটি গোল চাপিয়ে দেয় রয়্যাল সিটি। ৮৩ মিনিটে স্টেফান, ৮৫ মিনিটে আমিল ও ৯২ মিনিটে সাজন এই তিনটি গোল করেন। এদিকে, দিনের অন্য ম্যাচে বর্ধমান ব্লাস্টার্স ও কোপা টাইগার্স বীরভূমের ম্যাচের ১-১ ড্র হয়েছে।

আইএসএল ক্লাবদের বার্তা ফিফপ্রো-র

বেতন কমানো নিয়ে প্লেয়ারদের চাপ নয়

প্রতিবেদন : দেরিতে হলেও আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হচ্ছে আইএসএল। তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। সব মিলিয়ে ম্যাচ হবে মোট ৯১টি। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এফসি গোয়ার ফুটবলার ও কোচিং স্টাফরা। একই পথে হাঁটতে চলেছে আইএসএলের আরও কয়েকটি ক্লাবও। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছে ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ফিফপ্রো। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, বেতন কমানো নিয়ে ফুটবলারদের চাপ দেওয়া চলবে না। বরং ফুটবলারদের সম্মতি ও সম্মান জানিয়ে যেন যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ব জুড়ে ফুটবলারদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যাপারে কাজ করে থাকে ফিফপ্রো। সংস্থার এশিয়া-ওশেনিয়া শাখার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আইএসএল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার পর শুরু হচ্ছে। ফুটবলাররা ইতিমধ্যেই অনেক আত্মত্যাগ করেছেন। নিজস্ব সঞ্চয় ভেঙে সংসার চালাচ্ছেন। ফিফপ্রো এই বিষয়ে সচেতন। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও ফুটবলাররা যে পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতা দেখাচ্ছেন, তার প্রশংসা করতেই হবে। ওই বার্তায় আরও বলা হয়েছে, সম্প্রতি ফিফপ্রো জানতে পেরেছে, কয়েকটি ক্লাব চুক্তিবদ্ধ ফুটবলারদের বেতন কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছে। এই পদক্ষেপ ফুটবলারদের মৌলিক সুরক্ষার বিরোধী। ক্লাবদের কর্তব্য ফুটবলারদের স্বার্থ দেখা এবং চুক্তির শর্তকে সম্মান করা। তবে যদি কোনও খেলোয়াড় স্বেচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নেয়, ফিফপ্রো তাতে সম্মান জানাবে। কিন্তু চাপ দিলে তা অন্যায্য বলে ধরা হবে।

১৬
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

মাঠে ময়দানে

18 January, 2026 • Sunday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজকোটে বোলারদের ব্যর্থতার পর চিন্তায় গম্ভীর। হল তাদের নিয়ে আলাদা ক্লাস

৩ লাখি ফিল্টার

■ **নয়াদিল্লি :** দূষিত জলের আতঙ্ক তাড়া করেছে। তাই ৩ লক্ষ টাকা দামের বিশেষ ওয়াটার পিউরিফায়ার নিয়ে ইন্দোরে এসেছেন শুভমন গিল। সম্প্রতি ইন্দোর পুরসভার দূষিত পানীয় দল খেয়ে মৃত্যুর হয়েছিল ১০ জন নাগরিকের। হাসপাতালে ভর্তি হন প্রায় দু'হাজার মানুষ। এর আগে পেটের গোলমালের জন্য বিজয় হাজারে ট্রফিতে সিকিমের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি শুভমন। তাই কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন ভারতীয় অধিনায়ক। জানা গিয়েছে, টিম হোটেলে নিজের ঘরে এই বিশেষ ওয়াটার পিউরিফায়ার বসিয়েছেন শুভমন।

দায়িত্বে ওয়ালশ

■ **হারারে :** টি-২০ বিশ্বকাপের আগে কোর্টনি ওয়ালশকে বোলিং পরামর্শদাতা করল জিম্বাবোয়ে। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। জিম্বাবোয়ে বি গ্রুপে রয়েছে। ২০২৪ বিশ্বকাপে জিম্বাবোয়ে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। ক্রিকেট জিম্বাবোয়ের কর্তা গিভমোর মাকোনি আশাবাদী, ওয়ালশের অভিজ্ঞতা তাঁদের দলকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ৯ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে জিম্বাবোয়ে প্রথম ম্যাচ খেলবে ওমানের বিরুদ্ধে।

এগিয়ে অক্ষর

■ **নয়াদিল্লি :** চাপ বাড়ছে রবীন্দ্র জাদেজার উপর। কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের পর মহম্মদ কাইফের মুখেও শোনা গেল অক্ষর প্যাটেলের নাম। তিনি মনে করেন, অক্ষর জাদেজার থেকে অনেক এগিয়ে। কাইফ বলেছেন, যদি দু'জনের মধ্যে তুলনা হয় তাহলে এগিয়ে থাকবে অক্ষর। একদিনের ক্রিকেটেও অক্ষর যেভাবে ব্যাট করে, ছক্কা হাঁকায় বা স্ট্রাইক রেট ধরে রাখে, জাদেজা সেটা পারে না। সাদা বলে অক্ষর এগিয়ে। সেটা ওর ব্যাটিংয়ের জন্য তো বটেই, পাওয়ার প্লে-তে বড় হিট নেওয়ার জন্যও। কাইফ এরপর বলেছেন, তিনি দু'জনকেই একসঙ্গে চান। রাজকোটে নীতীশের বদলে অক্ষর থাকলে ভাল হত।

গম্ভীরের ভাবনায় অবশেষে অর্শদীপ

ইন্দোরে আজ ফয়সালার ম্যাচ

■ অর্শদীপকে খেলানোর কথা ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট। তার আগে তিনি বিরাট ও রোহিতের সঙ্গে। শনিবার।

ইন্দোর, ১৭ জানুয়ারি : ড্যারেল মিচেলকে দ্বিতীয় ম্যাচের পর প্রশ্ন করা হয়েছিল, কুলদীপের জন্য আলাদা কোনও পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছিলেন? জবাব এসেছিল, জাদেজার কথাও বলুন। দু'জনেই ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্পিনার। ওদের নিয়ে কোনও পরিকল্পনা করা যায় না।

মনে হতে পারে এটা বিনয়। বিশেষ করে রাজকোটে মিচেলের ওই মারকাটারি ইনিংসের পর। ইয়ংকে পাশে নিয়ে হেসেখেলে ম্যাচ বের করে নিয়ে গেলেন। আজ ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে একদিনের সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচ। নিউজিল্যান্ড রাজকোটে যা খেলেছে তাতে সিরিজ এখন একসুতোয় ঝুলছে। রবিবার যে কেউ সিরিজের দখল নিতে পারে।

ইন্দোর প্রবাদপ্রতিম সি কে নাইডুর শহর। কিন্তু এভাবে বললে সবটা হবে না। এই শহরের ক্রিকেট লেগাসি সুবিস্তৃত। যাঁর নামে এই স্টেডিয়াম সেই হোলকার ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি। তারপর মুস্তাক আলি। স্টেডিয়াম থেকে মিনিট ১৫ দূরে মুস্তাকের বাড়ি। তিনি অনেক আগেই প্রয়াত। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে চার পুরুষের ক্রিকেট বহতা নদীর মতোই প্রবহমান। ছেলে আব্বাস আলি, নাতি, তাঁর ছেলে সবাই ক্রিকেটার।

দাঁড়ান, এখনও একজনের নাম বলা হয়নি। নরেন্দ্র হিরওয়ানি। এখানেই তাঁর বাড়ি। সেখানে রাজস্থানের কোটা থেকে পাথর এনে নিজের অ্যাকাডেমিতে বসিয়েছেন। স্পিনারদের বলেন, যা গিয়ে বল ঘুরিয়ে আয়। হিরু বিশ্বাস করেন স্পিনারকে টার্নিং পিচে যেমন বল করতে হবে, তেমনই সিমেন্টের উইকেটেও। এখানকার ক্রিকেট এটা আছে। মুম্বইয়ে যাকে খারুশ বলে। এখানেও তাই। লড়ে জিততে হবে ভাই। না হলে হিরওয়ানি ছাত্রদের বলবেন কেন, যা সিমেন্টে বল ঘুরিয়ে আয়।

তার মানে অবশ্য এমন নয় যে কাল এই উইকেটে বল অনেকটা ঘুরবে। বরং উল্টোটাই হবে। এটা রানের উইকেটে। একবার জমে গেলে ব্যাটাররা রান করেই ফেরে। মিচেল তাহলে কি আর একটা মৃগয়াক্ষেত্রে সামনে পাচ্ছেন। হ্যাঁ কিনা বলতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। মহম্মদ সিরাজ শনিবার বলছিলেন, মিচেলের ক্যাচ ফেলাটাই সেদিন খুব দামি হয়ে গেল। ওকে তাড়াতাড়ি ফেরাতে হবে। গাভাসকর আবার বলেছিলেন, তিনি ভাবতে পারেননি ওরা রাজকোটে ২৮৪ রান তাড়া করে তুলে দেবে। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর থেকে বড় কমপ্লিমেন্ট সফরকারীদের জন্য আর কী হতে পারে।

জাদেজার অফ ফর্ম নিয়ে প্রচুর চর্চা হচ্ছে। আগের ম্যাচে তিনি গোটা চল্লিশেক বল খেলে ২৭ রান করেন। ফলে অক্ষরকে ফেরানোর দাবি উঠছে। সেটা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু কুলদীপও ফর্মে নেই। এরমধ্যে নীতীশ রেড্ডিকে নিয়ে সহকারী কোচ বলে দিয়েছেন, কিচ্ছু হচ্ছে না। নীতিশকে রবিবার হয়তো বসতে হতে পারে। অর্শদীপকে প্রথম দুই ম্যাচে খেলানো হয়নি। যা নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটেছে প্রাক্তনদের মধ্যে। তবু নীতীশ হয়তো টিকে যাবেন। তবে আজ যদি পাঞ্জাবের বাঁ হাতিকে খেলতে দেখা যায়, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই। অর্শদীপ দলে এলে হয়তো বসতে হবে প্রসিধ কৃষ্ণকে।

মিচেলকে তাড়াতাড়ি ফেরাতে চান সিরাজ

ইন্দোর, ১৭ জানুয়ারি : নিউজিল্যান্ড সিরিজে ব্যাটে-বলে একেবারেই ফর্মে নেই রবীন্দ্র জাদেজা। দু'ম্যাচে কোনও উইকেট পাননি অভিজ্ঞ স্পিনার। ব্যাট হাতে রান করেছেন যথাক্রমে ৪ ও ২৭। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে মহম্মদ সিরাজ অবশ্য সতীর্থ জাদেজার পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, জাদেজার ফর্ম নিয়ে দলে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। একটা উইকেট পেলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে। তখন জাড্ডু ভাইকে সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে সবাই দেখতে পাবেন।

রাজকোটে ভারতীয় বোলিংকে নির্বিষ দেখিয়েছে। সঙ্গে দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে ড্যারিল মিচেলের ফর্ম। রাজকোটে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকানো মিচেলকে যে, রবিবার দ্রুত আউট করতে হবে, সেটা মেনে নিচ্ছেন সিরাজও। তিনি বলছেন, দুটো ম্যাচেই আমাদের বোলিং কিন্তু খারাপ হয়নি। ব্যাটাররাও ভাল পারফর্ম করেছে। রাজকোচে মিচেলের ক্যাচ মিস না হলে, ম্যাচের ফল অন্যরকম হত।

সিরাজের সংযোজন, এখানেও আমাদের চেষ্টা হবে দ্রুত মিচেলকে প্যাভিলিয়নে ফেরানো। ওর জন্য আমাদের পরিকল্পনা তৈরি রয়েছে। এর সঙ্গে মাঝের ওভারে বোলিংয়ে আরও উন্নতি করতে হবে। আমাদের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ দুর্দান্ত। সিনিয়ররাও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পরামর্শ দিচ্ছে।

দু'বছর আগে টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তবে এবার দেশের মাটিতে আয়োজিত টি-২০ বিশ্বকাপ দলে নেই। যদিও তা নিয়ে আক্ষেপ নেই সিরাজের। এদিন তিনি বলেন, আগের বিশ্বকাপ খেলেছিলাম। এবার দলে নেই। বিশ্বকাপ সব ক্রিকেটারের কাছেই স্বপ্ন। তবে আমাদের দলটা যথেষ্ট শক্তিশালী। সূর্যকুমার যাদবদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। ট্রফিটা যেন দেশেই থাকে।

বিশ্বকাপে অন্য গ্রুপে খেলতে চায় বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ। শনিবার আইসিসিকে নতুন প্রস্তাব দিল বাংলাদেশ বোর্ড। বিসিবি জানিয়েছে, তারা বিশ্বকাপে অন্য গ্রুপে খেলতে চায়।

শনিবার আইসিসির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বাংলাদেশের ক্রিকেট কর্তারা। বৈঠকের পর বিসিবি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আইসিসিকে অনুরোধ করা হয়েছে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কাতে সরিয়ে দেওয়ার। পাশাপাশি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে অন্য গ্রুপে রাখা হোক। কারণ ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সুরক্ষা নিয়ে বোর্ড চিন্তিত। শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ হলে ক্রিকেটের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। এবার আইসিসি কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।

এদিকে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের খবর, আইসিসির দুই সদস্যের প্রতিনিধি দলের অন্যতম তথা আইসিসির ইভেন্টস অ্যান্ড কর্পোরেট কমিউনিকেশনস বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনাকে ভিসা দেয়নি বাংলাদেশ সরকার। ফলে আইসিসির দুর্নীতি দমন ও নিরাপত্তা বিষয়ক শাখার প্রধান অ্যান্ড্রু এফগ্রেড একাই উপস্থিত ছিলেন এদিনের বৈঠকে। যদিও বিসিবির দাবি, সময়মতো ভিসা না পাওয়াতেই গৌরব সাক্সেনা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপে সি গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপের বাকি চার দল— ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। সূত্রের খবর, বাংলাদেশ বোর্ড চাইছে গ্রুপ বি-তে যেতে। বদলে ওই গ্রুপের অন্যতম দল আয়ারল্যান্ডকে সি গ্রুপে পাঠানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

18 January, 2026 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

ইতিহাসের নেতা নন
নেতাজি আজও ঘরের মানুষ

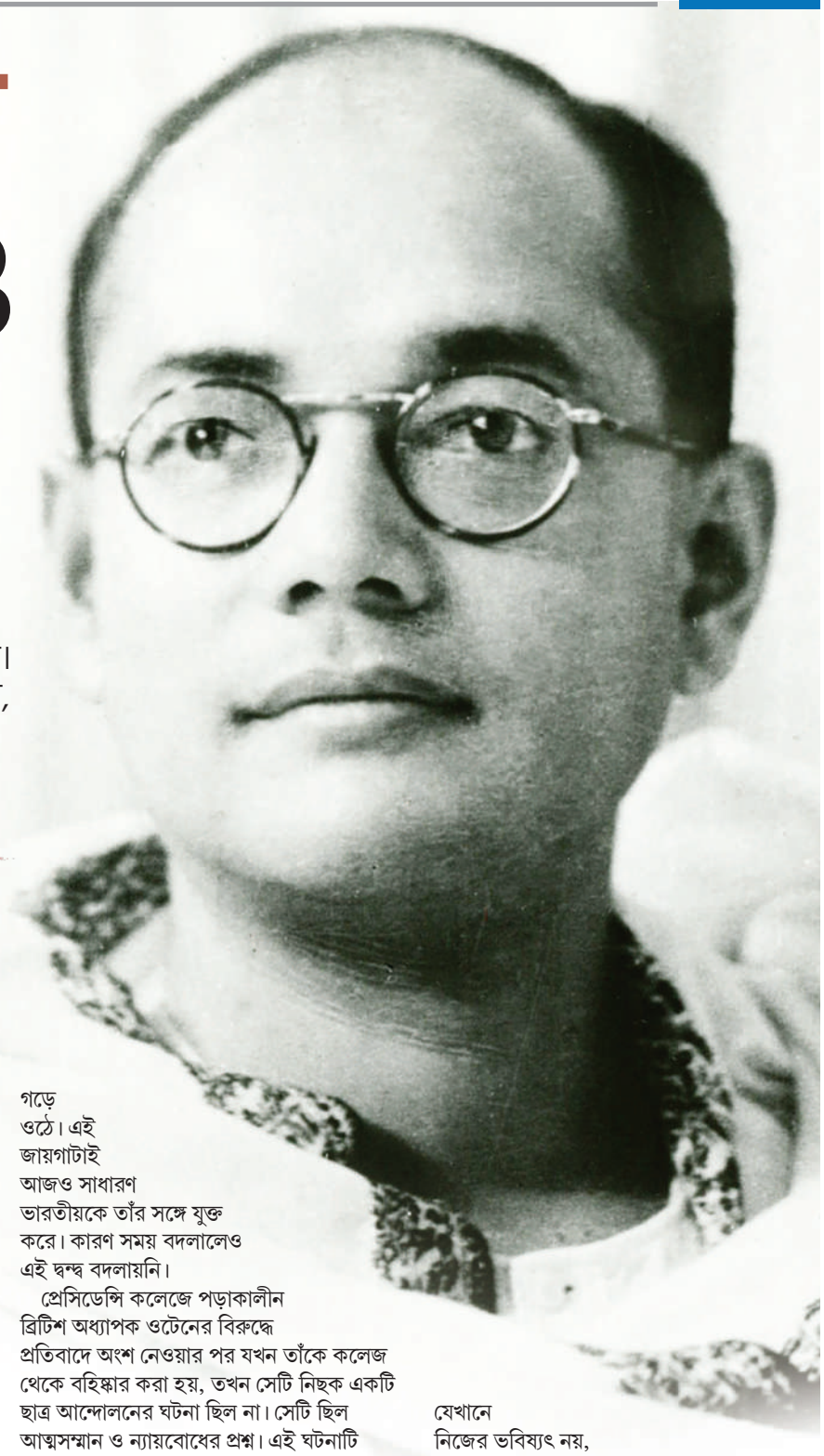

নেতাজি আজও আমাদের চর্চায়। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়, তর্ক হয়, তৈরি হয় আবেগ। কারণ তিনি আমাদের অতীতের কেউ নন, প্রশ্নের সঙ্গী। ইতিহাসের নেতা নন, স্মৃতির আত্মীয়। ২৩ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিন। স্মরণ করলেন **দীপ্র ভট্টাচার্য**

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আমরা যতটা ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাই, তার চেয়েও বেশি খুঁজে পাই স্মৃতির ভেতরে। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে তাঁর কথা শেষ হয়ে যায় কয়েক পাতার মধ্যেই, কিন্তু মানুষের মনে তাঁর উপস্থিতি থামে না কখনও। স্বাধীনতার এত দশক পরেও তাঁকে ঘিরে আবেগ ফিকে হয়নি— বরং নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি বারবার ফিরে আসেন নতুন নতুন প্রশ্ন নিয়ে। কেন আজও নেতাজি এত জীবন্ত, এত আপন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি চোখে পড়ে, তা হল— নেতাজিকে মানুষ কেবল ইতিহাসের নেতা হিসেবে দেখেনি, দেখেছে নিজেদের একজন হিসেবে। তিনি এমন এক নেতৃত্বের প্রতীক, যাঁর জীবনযাপন ও সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। নেতাজি কোনও রাজপরিবারে জন্মাননি, কোনও সামরিক বংশের উত্তরাধিকারীও ছিলেন না। তাঁর জন্ম কটকের এক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে— যেখানে শাসন, শৃঙ্খলা আর শিক্ষার কড়াকড়ি ছিল জীবনের স্বাভাবিক অংশ। বাবা জানকীনাথ বসু ছিলেন একজন সফল আইনজীবী এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি পাওয়া মানুষ। অর্থাৎ, এই পরিবারটি ছিল উপনিবেশিক শাসনের কাঠামোর ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিচ্ছবি। এই সামাজিক অবস্থানটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখান থেকেই বোঝা যায়—নেতাজি ছিলেন না প্রান্তিক কোনও বিদ্রোহী, আবার ছিলেন না শাসকশ্রেণির অংশও। তিনি ছিলেন সেই বিশাল মধ্যবর্তী শ্রেণির প্রতিনিধি, যাদের জীবন টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব আর সিদ্ধান্তের চাপে গড়ে ওঠে। এই জায়গাটাই আজও সাধারণ ভারতীয়কে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে। কারণ সময় বদলালেও এই দ্বন্দ্ব বদলায়নি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন ব্রিটিশ অধ্যাপক ওটেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার পর যখন তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখন সেটি নিছক একটি ছাত্র আন্দোলনের ঘটনা ছিল না। সেটি ছিল আত্মসম্মান ও ন্যায়বোধের প্রশ্ন। এই ঘটনাটি নেতাজির জীবনে এক ধরনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়— যেখানে দেখা যায়, ব্যক্তিগত সুবিধা বা ভবিষ্যতের চেয়ে নিজের সম্মান তাঁর কাছে অনেক বড়। তাঁর জীবনের পরবর্তী প্রতিটি বড় সিদ্ধান্তেই এই মনোভাব ফিরে ফিরে এসেছে। সবচেয়ে আলোচিত সিদ্ধান্ত— আইসিএস ছেড়ে দেওয়া— আজও সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ১৯২০ সালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। আজকের ভাষায় বলতে গেলে, নিশ্চিত চাকরি, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক নিরাপত্তা— সবকিছুই তখন তাঁর হাতের মুঠোয়। তবু তিনি নিজেই লিখেছিলেন, বিদেশি সরকারের অধীনে কাজ করা তাঁর বিবেকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই সিদ্ধান্তকে তৎকালীন অনেকেই আবেগপ্রবণতা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ঘটনাটিকে দেখেছে ভিন্ন চোখে। তাদের কাছে এটি ছিল সাহসী আত্মত্যাগের এক স্পষ্ট উদাহরণ— যেখানে নিজের ভবিষ্যৎ নয়, দেশের প্রশ্নটাই মুখ্য।

এই জায়গা থেকেই নেতাজির জীবন সাধারণ মানুষের চোখে আলাদা হয়ে ওঠে। তিনি এমন একজন মানুষ হয়ে ওঠেন, যাঁর জীবনের বড় বাঁকগুলো সাধারণ ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়। চাকরি ছেড়ে দেওয়া, নিরাপদ জীবনের গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে পড়া, অসুস্থ শরীর নিয়েও লড়াই চালিয়ে যাওয়া— এই অভিজ্ঞতাগুলো অচেনা নয়। বহু মানুষ নিজের জীবনেও এমন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হন। তাই নেতাজির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তিনি আমাদেরই একজন— শুধু একটু বেশি সাহসী, একটু বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই ‘আমাদের মতো’ হয়ে ওঠার অনুভূতিটাই নেতাজিকে আজও এত আপন করে রেখেছে। ইতিহাসের বহু নেতা ক্ষমতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বড় হয়ে ওঠেন। কিন্তু নেতাজি বড় হয়ে উঠেছেন মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে এমন এক সম্পর্ক, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো হয় না। **(এরপর ১৮ পাতায়)**

রবিবার
18 January, 2026 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইতিহাসের নেতা নন
নেতাজি আজও ঘরের মানুষ

(১৭ পাতার পর)

নেতাজির জনপ্রিয়তা কেবল তাঁর কাজের জন্য নয়, তাঁর কথা বলার ভঙ্গির জন্যও। ইতিহাসে অনেক বড় নেতা আছেন, যাঁরা অনবদ্য বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু খুব কম নেতা আছেন, যাঁদের ভাষা সাধারণ মানুষ নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। নেতাজি ছিলেন সেই বিরল গোষ্ঠীর একজন। তিনি ভাষাকে অলংকারে ভরিয়ে তোলেননি। তাঁর বক্তৃতায় ছিল না জটিল তত্ত্ব, ভারী শব্দ বা দীর্ঘ উদ্ধৃতির বাহুল্য। ছিল সরাসরি আহ্বান, স্পষ্ট বার্তা। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের উদ্দেশে দেওয়া তাঁর ভাষণগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন ‘আমরা’ শব্দটি। ‘আমি’ বা ‘তোমরা’ নয়— এই ছোট্ট শব্দটি নেতা আর অনুসারীর মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছিল। মানুষ অনুভব করেছিল, এই নেতা তাদের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন না; তাঁদের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। সবচেয়ে আলোচিত উক্তি— ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’— প্রায়ই কেবল একটি স্লোগানে পরিণত করা হয়। অথচ বাস্তবে এই কথাটি ছিল ১৯৪৪ সালের এক দীর্ঘ ভাষণের অংশ। সেখানে নেতাজি শুধু যুদ্ধের আহ্বান জানাননি; তিনি বলেছিলেন দায়িত্বের কথা, ত্যাগের কথা, এমনকী পরাজয়ের সম্ভাবনার কথাও। তিনি মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবতাকে আড়াল করেননি। তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন— এই লড়াই সহজ হবে না, কষ্ট হবে, প্রাণ যাবে, তবু থামা যাবে না। এই সততাই নেতাজিকে সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। তিনি কখনও মিথ্যে আশ্বাস দেননি। ইতিহাসের বিচারে এই অবস্থান কঠোর হতে পারে, কিন্তু মানুষের চোখে এটি ছিল সত্য কথা বলা একজন নেতার আচরণ। সাধারণ মানুষ নেতার কাছে নিখুঁত সমাধান চায় না; চায় সত্য কথা।

নেতাজির আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল— তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের ওপর থেকে কথা বলতেন না। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাম্পে তিনি সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে একই খাবার খেতেন, একই তাঁবুতে থাকতেন। দীর্ঘদিনের হাঁপানির সমস্যা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত পরিদর্শনে যেতেন। নিজেকে আলাদা করে রাখেননি কখনও। এই দৈনন্দিন আচরণগুলোই তাঁকে কেবল কমান্ডার নয়, সহযোদ্ধায় পরিণত করেছিল। এখানেই নেতাজির সঙ্গে বহু সমসাময়িক নেতার মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়। তিনি জনপ্রিয়তা তৈরি করেননি প্রচারের মাধ্যমে; তৈরি করেছেন নিজের আচরণ দিয়ে। মানুষ দেখেছে— এই নেতা নিজের কথার সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে চলেন। তিনি যা বলেন, তা নিজেও পালন করেন। এই বিশ্বাসটাই ধীরে ধীরে স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। আজ আমরা হয়তো তাঁর পুরো ভাষণ মনে রাখতে পারি না, কিন্তু জানি— তিনি মিথ্যে বলেননি। আর সাধারণ মানুষ নেতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোঁজে এই জায়গাটাই। তাই নেতাজির কণ্ঠ আজও কানে বাজে, লড়াইয়ে, প্রতিবাদে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

জানকীনাথ বসু

আজাদ হিন্দ ফৌজকে অনেক সময়ই কেবল একটি সামরিক বাহিনী হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি— একটি সামাজিক পরীক্ষাগার। এখানেই প্রথমবার বিপুল সংখ্যক সাধারণ ভারতীয় সরাসরি দেশের স্বাধীনতার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এই জায়গাটাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আজও আলাদা করে তোলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠেছিল মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে— মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মা অঞ্চলের শ্রমিক, দোকানকর্মী, রেলকর্মী, কুলি, ছোট ব্যবসায়ী। এঁদের অনেকেই পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। অনেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন শুধুমাত্র জীবিকার তাগিদে, রাজনৈতিক চেতনা থেকে নয়। কিন্তু নেতাজির নেতৃত্বে এই মানুষগুলিই ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ান। এই ফৌজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল— এখানে শ্রেণিভেদ তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল। একই সারিতে দাঁড়িয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ। ধর্ম, ভাষা কিংবা আঞ্চলিক পরিচয়কে নেতাজি সচেতনভাবেই প্রাধান্য দেননি। তাঁর বক্তৃতা ও নির্দেশনায় বারবার একটাই পরিচয় সামনে এসেছে— তোমরা ভারতীয়। সেই সময়কার বাস্তবতায়, যখন সমাজে বিভাজন ছিল গভীর, তখন এই অবস্থান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঝাঁসির রানি বাহিনী ছিল এশিয়ার প্রথম সর্বভারতীয় নারী সামরিক ইউনিটগুলির একটি। এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন লক্ষ্মী সহগল। এটি কেবল প্রতীকী কোনও উদ্যোগ ছিল না। এই বাহিনীর সদস্যরা সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে ছিলেন এবং প্রয়োজনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সেই সময়ের সামাজিক বাস্তবতায় এটি ছিল এক বিপ্লবী পদক্ষেপ। নেতাজি নারীকে কেবল ত্যাগের প্রতীক হিসেবে দেখেননি; দেখেছিলেন কর্মের সহযোদ্ধা হিসেবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষের মনেও নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। স্বাধীনতার লড়াই যে কেবল পুরুষদের দায়িত্ব নয়— এই বার্তাটি আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পেয়েছিল।

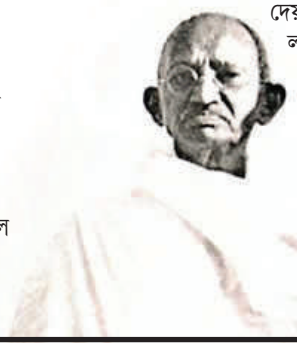

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত দিক হল প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকা। উপনিবেশিক ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও তাঁরা স্বাধীনতার সংগ্রামকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছিলেন। অর্থ দান, স্বেচ্ছাশ্রম, সন্তানদের ফৌজে পাঠানো— এই সবই ছিল তাঁদের অবদান। নেতাজি এই মানুষগুলিকে কেবল দূরের সমর্থক হিসেবে দেখেননি; আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে সম্মান দিয়েছেন। এই অংশীদারিত্বের অনুভূতিই আজাদ হিন্দ ফৌজকে আলাদা করে। এখানে কেউ দর্শক ছিল না, সবাই ছিল ইতিহাসের অংশ। সাধারণ মানুষের এই সক্রিয় ভূমিকা নেতাজিকে মানুষের আরও কাছে এনে দেয়। মানুষ দেখেছিল— এই লড়াই তাদের হাত দিয়েই এগোচ্ছে। স্বাধীনতার পরে যখন লালকেল্লায় আইএনএ ট্রায়াল শুরু হয়, তখন ভারত জুড়ে যে আবেগের ঢেউ উঠেছিল, তার পেছনেও এই কারণটি গভীরভাবে কাজ করেছিল। অভিযুক্তরা কেবল সৈনিক ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়ে— যাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই স্মৃতি আজও মানুষের মনে বেঁচে আছে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন যেন শুরু থেকেই এগিয়েছে তাড়াহুড়ো করে, কিন্তু শেষটা এসে থেমে গেছে হঠাৎ। ১৯৪৫ সালের পর তাঁর উপস্থিতি ইতিহাসের স্পষ্ট আলো থেকে সরে যায়, শুরু হয় প্রশ্নের সময়। এই অনিশ্চয়তা বহু বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু আবেগের দিক থেকে দেখলে, এই অসমাপ্ততাই তাঁকে আরও আপন করে তুলেছে। ভারতের ইতিহাসে খুব কম নেতার জীবন এমনভাবে থেমে গেছে, যার কোনও নিশ্চিত সমাপ্তি নেই। নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে স্বাধীনতার পর একাধিক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। নানা মত, নানা সাক্ষ্য, নানা সিদ্ধান্ত— তবু সাধারণ মানুষের মনে একটি অনুভূতি থেকেই গেছে : তিনি পুরোপুরি চলে যাননি। এই বিশ্বাস ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবি করে না, কিন্তু মানবিক অনুভূতির জায়গায় দাঁড়িয়ে এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। অসমাপ্ত গল্প মানুষ চিরকাল আঁকড়ে ধরে। কারণ সেখানে কল্পনার জায়গা থাকে, প্রশ্ন থাকে, অপেক্ষা থাকে। নেতাজির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনি ইতিহাসের পাতায় সমাধিস্থ হননি; স্মৃতির ভেতর দিয়ে চলতে থেকেছেন।

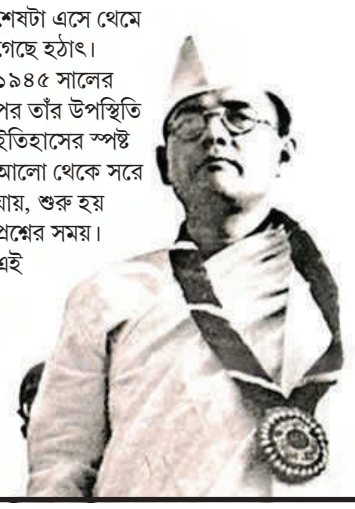

আরেকটি বড় কারণ হল— নেতাজি কোনও রাজনৈতিক দলের একার সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারেননি। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, আবার কংগ্রেস ছেড়েছেনও। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল প্রকাশ্য, কিন্তু ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অটুট ছিল। নেহরুর সঙ্গে আদর্শগত দূরত্ব থাকলেও ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল না। স্বাধীনতার পর কেউই তাঁকে নিজেদের উত্তরাধিকার বলে সম্পূর্ণভাবে দাবি করতে পারেননি। এই অবস্থানটাই তাঁকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতিকে অনেক সময় সন্দেহের চোখে দেখে, কিন্তু নেতাজিকে দেখে আস্থার চোখে। কারণ তিনি ক্ষমতায় আসার সুযোগ পাননি, আপস করার সুযোগও পাননি। তিনি রয়ে গেছেন সেই মানুষটি, যিনি বিশ্বাস করতেন— কাজই শেষ কথা।

আজকের ভারতের বাস্তবতায় এই উপলব্ধি আরও গভীর হয়ে ওঠে। যখন চারদিকে অনিশ্চয়তা, বিভাজন আর ক্লান্তি, তখন নেতাজির শৃঙ্খলা, আত্মসম্মান আর দায়িত্ববোধ মানুষের কাছে এক ধরনের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তরুণদের কাছে তিনি এখনও একটি প্রশ্নচিহ্নের মতো— আমরা কি সত্যিই দেশের জন্য কিছু দিতে প্রস্তুত? এই কারণেই নেতাজি আমাদের কাছে কেবল ইতিহাসের নায়ক নন। তিনি এক ধরনের নৈতিক মানদণ্ড। তাঁর জীবনের দিকে তাকিয়ে মানুষ আজও নিজের জীবনকে মাপে। তিনি নিখুঁত ছিলেন না, তাঁর পথ ছিল বিতর্কিত, সিদ্ধান্ত ছিল কঠিন। তবু তিনি ছিলেন সৎ— নিজের বিশ্বাসের প্রতি। এই সৎ থাকার জায়গাটাই তাঁকে আজও আপন করে রেখেছে। কারণ সাধারণ মানুষ নিখুঁত মানুষ চায় না, চায় বিশ্বাসযোগ্য মানুষ।

নেতাজিকে নিয়ে তাই আজও এত কথা হয়— লেখা হয়, তর্ক হয়, আবেগ তৈরি হয়। কারণ তিনি আমাদের অতীতের কেউ নন; তিনি আমাদের প্রশ্নের সঙ্গী। ইতিহাসের নেতা নন, স্মৃতির আত্মীয়। আর ঠিক এই কারণেই, এত বছর পরেও, নেতাজির নাম উঠলে আমরা আজও বলি— ইনি আমাদেরই কাছের মানুষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

18 January, 2026 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার

মুড়ির মেলা

বাংলার শীতের মেলা

জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। মন ফুরফুরে। মেজাজ চনমনে। আলাদা আমেজ, অনুভূতি, গন্ধ। শীত মানেই বাংলা জুড়ে মেলা, উৎসব। মানুষের পাশে মানুষ। ভাব ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান। পৌষে আয়োজিত হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, শান্তিনিকেতনে পৌষ মেলা, জয়দেবের মেলা ইত্যাদি। মাঘ জুড়েও রয়েছে বেশকিছু মেলা। প্রতিটি মেলার কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। রাজ্যের কয়েকটি শীত-মেলার উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

মুড়ির মেলা

বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় বসে মুড়ির মেলা। এখানে সকলে একসঙ্গে বসে মুড়ি খান। প্রতি বছর ৪ মাঘ কেঞ্জাকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের সঞ্জীবনী ঘাটে হয় এই উৎসব। কেঞ্জাকুড়া-সহ আশেপাশের ১৫ থেকে ২০টি গ্রামের মানুষ ছুটে আসেন মুড়ির মেলাতে। শুধু গ্রামের মানুষ নন। তাদের আত্মীয় পরিজনেরাও শামিল হন মুড়ির মেলায়। নানান উপকরণ দিয়ে এক সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে মুড়ি খাওয়ার জমাটি আনন্দ চেটেপুটে নেন। মুড়ির মেলায় লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি চলে নিজস্বী তোলা। তারপর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট। আর তাই মুড়ির মেলায় অন্য জেলা থেকেও আসছেন মানুষজন। লোকমুখে শোনা যায়, সঞ্জীবনী আশ্রমে এক সাধক হরিনাম সংকীর্তন দেখতে আসতেন। আসতেন আশে পাশের গ্রামের মানুষজনও। রাতভর নাম-সংকীর্তন দেখে সকালে দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে বসে মুড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। আর এর থেকেই ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই মুড়ির মেলা। তবে শুধু মুড়ি নয়, মুড়ির সঙ্গে থাকে চপ, সিঙ্গাড়া, বেগুনি, ঘুগনি, শসা, পেঁয়াজ, নারকেল, টম্যাটো, বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, জিলিপি, মিঠাই ইত্যাদি।

মাছের মেলা

ব্যান্ডেলের দেবানন্দপুরের কেষ্টপুর। সেখানে বসে মাছের মেলা। চুনোপুটি থেকে ৫০ কিলো পর্যন্ত মাছ বিক্রি হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর বাড়িতেই বসে ৫১৭ বছরের পুরানো মাছের মেলা। এই মেলার জন্য অপেক্ষা থাকে সারা বছরের। সূত্রপাত বহুবছর আগে। স্থানীয় ইতিহাস বলে, জমিদার গোবর্ধন গোস্বামীর ছেলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী। রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করেন সন্ন্যাস নেবেন বলে। মহাপ্রভু চৈতন্যের পারিষদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নিতে যান পানিহাটিতে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫। তাই তাঁকে দীক্ষা দেননি নিত্যানন্দ। তিনি রঘুনাথের ভক্তির পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। দীর্ঘ ৯ মাস পর বাড়ি ফেরেন রঘুনাথ। সেই আনন্দে বাবা গোবর্ধন

মাছের মেলা

গোস্বামী গ্রামের মানুষকে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের মানুষ কাঁচা আমের ঝোল ও ইলিশ মাছ খাওয়ার আবদার করেন। তিনি ভক্তদের বলেন বাড়ির পাশে আম গাছ থেকে আম পেড়ে আনতে এবং পাশের জলাশয়ে জাল ফেলতে। সেই অনুযায়ী জাল ফেলতেই মেলে জোড়া ইলিশ। সেই সময় থেকে প্রতি বছর ভক্তরা রাধা গোবিন্দ মন্দিরে এইদিন পুজো দেওয়ার পাশাপাশি মাছের মেলার আয়োজন করেন। এই মেলা নিয়ে অন্য গল্পও প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, নিত্যানন্দ গোস্বামী রঘুনাথের ওপর খুশি হয়ে তাঁকে কৃষ্ণমূর্তি দান করেন। সেই মূর্তি নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে তিনি এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম কৃষ্ণপুর বা কেষ্টপুর। দিনটি ছিল পয়লা মাঘ। সেই থেকেই মাঘ উত্তরায়ণ মেলা চলে আসছে। দূর-দূরান্ত থেকে বহু মাছ ব্যবসায়ী নদী, পুকুর ছাড়াও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের পশরা নিয়ে বসেন। বিক্রি করেন। হুগলি ছাড়াও বর্ধমান, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া থেকেও বহু মানুষ এই মেলায় আসেন। ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা কেজি মাছ বিক্রি হয়। শুধু মাছ কিনেই নিয়ে যান না, অনেকেই পাশের আম বাগানে মাছ ভেজে পিকনিক করেন।

(এরপর ২০ পাতায়)

শিম-ভর্তার মেলা

হাওড়া জেলার বহু প্রাচীন মেলা হল শিম-ভর্তার মেলা। অদ্ভুত নাম, তাই না? ব্যাপার হল, এই মেলায় এলেই শিম-আলু ভর্তা খেতেই হয়। তাই এমন নামকরণ। সাঁকরাইল বড় পিরতলা এলাকায় প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো বছর ধরে চলে আসছে এই মেলার রীতি। প্রতি বছর ১ মাঘ থেকে শুরু হয় এই মেলা। গোটা মাস ধরেই চলে। সপ্তাহে দুদিন মেলা বসে। মাঘ মাসের প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার ও শনিবার। মেলাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। এই মেলায় পাওয়া যায় বাচ্চাদের খেলনা, নানান ধরনের খাবার। হাওড়া-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে এখানে ঘুরতে আসেন। এখানকার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শিম, আলু ভর্তা এবং গরম গরম সাদা ভাত রান্না করে সবাই মিলে দুপুরের আহার সারেন। কলকাতা থেকে ঘণ্টা দেড়েকের পথ। প্রাচীন অথচ নিখাদ গ্রাম্য এক পরিবেশ উপভোগ করা যায়। স্থানীয়দের কথায়, আড়াইশো থেকে তিনশো বছর আগে মাঘ মাসে শিম-আলু ভর্তার এই মেলা শুরু হয়। বিষয়টা খানিকটা চড়ুইভাতি গোছের হলেও, আসলে এটা একটা মেলাই। এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা বছর বছর এই মেলায় অংশ নেন। শুধুমাত্র ভর্তার টানে ভিড় জমান। উৎসবের মেজাজে কাটে গোটা মাস। স্থানীয়দের আবেগের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এই লোকমেলা।

শিম-ভর্তার মেলা

রবিবার
11 January, 2026 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ব্যাঘ্ররায়ের মেলা

বাংলার শীতের মেলা

(১৯ পাতার পর)

ব্যাঘ্ররায়ের মেলা

বাঁকুড়া মশাগ্রাম রেলপথে সোনামুখী থানার অধীনে ধানশিমলা স্টেশন। এই স্টেশনের কাছে ধানশিমলা বিদ্যাভবন স্কুলের পাশে ফাঁকা মাঠ। মাঠের পাশে জঙ্গলে রয়েছে ব্যাঘ্ররায়ের থান। শোনা যায় একসময় এই অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। জঙ্গলে ছিল বাঘের ভয়। বাঘের ভয়কে জয় করতে এলাকার লোকজন শুরু করেছিলেন শ্রীশ্রী বাবা ব্যাঘ্ররায়ের পুজো। বাবা ব্যাঘ্ররায়ের পুজোর বাৎসরিক দিন পয়লা মাঘ। পুজোতে দুটো শূকর বলি দেওয়া হয়। এই পুজোর আয়োজন করেন স্থানীয় বাউরি সম্প্রদায়ের লোকজন। পুজোর দিন কিন্তু মেলা বসে না। এই মেলা বসে মাঘের শেষের দিকে। ২২ মাঘ শুরু হয়ে চলে মাঘসংক্রান্তি পর্যন্ত। মোটামুটি ৮ দিন। আয়োজন করে স্থানীয় তিনটি ক্লাব। মেলা শুরু হয় সংকীর্তন দিয়ে। শেষদিন হয় কাওয়ালি। মেলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। মেলায় অন্যান্য দিন পরিবেশিত হয় যাত্রা, অর্কেস্ট্রা, নৃত্য ইত্যাদি। মেলায় আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আসেন। মাঠের চারধারে সারিবদ্ধভাবে দোকান বসে। সন্ধের পর মাঠ আলোয় ঝলমল করে ওঠে। দোকানের মধ্যে থাকে মনিহারি, জিলাপি, ঘুগনি, ফুচকা ইত্যাদি। মাটির মূর্তি দিয়ে নানা পৌরাণিক ও সামাজিক মডেল বিক্রি হয়। বাঁকুড়া জেলায় যা মাটির ছবি বলে পরিচিত। নাগরদোলাও বসে। মেলা উপলক্ষে স্থানীয়দের বাড়িতে আত্মীয় কুটুম আসেন।

বলদাবুড়ির থান। প্রতীকী চিত্র

বলদাবুড়ি মেলা

বাঁকুড়ার সিমলাপাল থানার বিক্রমপুর গ্রাম থেকে সামান্য এগোলে রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে বলদাবুড়ির থান। সিমেন্টের বেদির ওপর দেখা যায় পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া। বলদাবুড়ির বার্ষিক পুজো হয় ৩ মাঘ ও ১০ মাঘ। আগে শুধু ৩ মাঘ পুজো হত। এক বছর ওইদিন প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল। সেই বছর ১০ মাঘ পুজো হয়। পরের বছর থেকে দুদিন পুজো শুরু হয়। পুজোয় মোরগ বলি, পাঁঠা বলিও হয়। স্থানীয়দের কথায়, বলদাবুড়ির পুজো শুরু হয়েছে ২০০ বছরেরও আগে। আজ যেখানে বলদাবুড়ি থান, সেখানে ছিল গরুর বাথান। তখন এই পথে লোকজন গরু নিয়ে লক্ষ্মীসাগর বা শুনুকপাহাড়ি হাটে যেত। যাওয়ার পথে রাত্রিকালে এখানে বিশ্রাম নিতেন ব্যাপারীরা। এভাবেই গড়ে উঠেছিল গরুবাথান। রাত্রে যাঁরা এই বাথানে থাকতেন, তাঁরা দেখতেন মাঝে মাঝে একদিন এক বুড়ি এসে আবির্ভূতা হচ্ছেন। বুড়ি লোকজনের কাছ থেকে দোক্তা, পান ইত্যাদি চেয়ে খেতেন। আবার হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। একবার একটি বলদ মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বুড়িও অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন সবার ধারণা হয়, বুড়ি রুষ্ট হওয়ার জন্য বলদটি মারা গেছে। তখন সেখানে বুড়ির উদ্দেশ্যে পুজো শুরু হয়। বলদ মারা গিয়েছিল বলে, সেই বুড়ির নাম হয়ে যায় বলদা বুড়ি। এই জায়গা ছিল সিমলাপাল রাজাদের অধীন। সিমলাপাল রাজারা বাথান থেকে কর আদায় করতেন। বলদা বুড়ির দেখভাল ও পুজো-অর্চনা করতেন স্থানীয় মাহাতোরা। এখন সর্বসাধারণ সর্বজনীনভাবে পুজো এবং মেলার আয়োজন করেন। পুজোর পর মেলা বসে। মোটামুটি পাঁচ ঘণ্টার মেলা। মেলায় প্রচুর লোকজন সমাগম হয়। দোকানপাট বসে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা। জিলিপির দোকান এত বেশি থাকে যে, মনে হয় জিলাপির পরব! এছাড়া ঠেলাগাড়িতে নানা খাবার, মনোহারি দ্রব্য থাকে। বসে ফল ও সবজি।

বনবিবির মেলা

বনবিবির মেলা

বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা পিয়ালী। এই নদীর তীরে অবস্থিত বনবিবির প্রাচীন থান। শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন থেকে দক্ষিণ শাখার ক্যানিংগামী ট্রেনে পিয়ালী স্টেশনে নেমে বনবিবির থানে যাওয়া যায়। একটি অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় অবস্থিত এই থান। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষেরই দেবী বনবিবি। তাই এই দেবীর পুজো আরাধনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি আশ্চর্য সুন্দর উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে বনবিবির পুজো কোনও সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মীয় উৎসব নয়, যে সমস্ত মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাঁরাই দেবীর প্রধান সেবক। বনবিবিকে সাধারণত জঙ্গলের বিপদনাশিনী দেবী রূপে কল্পনা করা হয় কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের কাছে এই দেবী শস্যদাত্রী, পশুপাখি রক্ষক, রোগহারিণী, সম্পদদাত্রী, ভূমিলক্ষ্মী এমনকী শিশুরক্ষাকারিনী রূপেও পূজিতা হন। ভক্তরা অসুখ বিসুখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবীর থানে মানত করেন এবং রোগমুক্তি ঘটার পর দেবীকে বাতাসা দিয়ে, এমনকি বুক চিরে রক্ত দিয়েও পুজো দেন। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠের জন্য, মধু আনতে বা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে সমস্ত ধর্মের মানুষ বনবিবির আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ডেরা সুন্দরবনে যাঁদের জীবিকার তাগিদে যেতেই হয় তাঁরা বিশ্বাস করেন, জঙ্গলে ত্রাণকর্ত্রী বনবিবি ছাড়া আর কেউ নেই। প্রত্যেক বছর ১ মাঘ থেকে চাঁপাতলায় বসে বনবিবির মেলা। এই থান প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন। বনবিবির মেলাও বহু পুরনো। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হল ঘুড়ি ওড়ানো। এই দিনে স্থানীয়রা ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে মেতে ওঠেন। ঘুড়ির প্যাঁচ খেলার টানে বহুদূর থেকে প্রতিযোগী ও দর্শকদের ভিড়ে মেলা প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে।

উত্তরায়ণ মেলা

ব্রহ্মদত্যির মেলা

বীরভূমের সিউড়ির ব্রহ্মদত্যির মেলা। প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন বট গাছের তলায় মাটি দিতে। এলাকার মানুষের দাবি, এই ভাবেই হাতে করে মাটি তুলতে তুলতে সেখানে একটি পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারিভাবে পুকুরটিকে সংস্কার করা হয় গভীরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এই পুকুরকেই এলাকাবাসী থেকে শুরু করে আগত পুণ্যার্থীদের সকলেই মনস্কামনা পূরণের পুকুর বলেই জানেন। এই পুকুরের ধারেই প্রতি বছর ১ মাঘ থেকে বসে ব্রহ্মদৈত্য মেলা। ভিড় জমান অসংখ্য মানুষ। এখানেই হয় ব্রহ্মদৈত্যর আরাধনা।

ব্রহ্মদত্যির মেলা

উত্তরায়ণ মেলা

নবাবের জেলা মুর্শিদাবাদ। এই জেলার বহরমপুরের চৌরিগাছা অঞ্চলে ১ মাঘ থেকে ভাগীরথীর তীরে বসে কয়েকশো বছরের পুরনো উত্তরায়ণ মেলা। চলে পাঁচ দিন। মন্দির প্রাঙ্গণ জুড়ে মেলায় প্রায় ১০০ টির বেশি দোকান। তার মধ্যে মিষ্টির প্রাধান্য বেশি। প্রতিটি ছানাবড়া ৫ টাকা থেকে ৩০০ টাকার দামের। সঙ্গে রয়েছে বেনারসি রাজভোজ, বাহারি জিলিপি, রকমারি গজা। সারসার খই, মুড়কির দোকানের সারি। লোকমুখে এই মেলা 'মিষ্টির মেলা'। কেউ বলেন 'খই মিষ্টির' মেলা। সম্প্রদায় ভেদে মেলায় আসেন হাজারে হাজারে মানুষ। সিরাজদৌল্লা তখন বাংলার নবাব। তাঁর নির্দেশে নাকি চৌরিগাছা গ্রামে রাস্তা তৈরি হয় গোবিন্দ গুপীনাথ মন্দিরের সামনে দিয়ে ভাগীরথী নদী পর্যন্ত। সেই রাস্তা আজও বর্তমান। এই মন্দির ও মেলা ঘিরে সব চেয়ে বড় জনশ্রুতি হল, চৈত্র গাজনের আগে এক সাধারণ ভক্ত মন্দিরের সামনে এসে দেখেন মন্দিরে পুরোহিত নেই, তাই বহিরাগতদের সেবা হচ্ছে না। সাধারণ পোশাকে থাকা ব্যক্তি এগিয়ে আসেন। শোনা যায় তার নিজের পায়ের মল ও হাতের বালা খুলে দেন মুদি দোকানে। তার বদলে নেন রান্নার প্রয়োজনীয় সামগ্রী। নিজ হাতে রান্না করে উপস্থিত ভক্তদের খাওয়ান। জনশ্রুতি, পরে দেখা যায় মন্দিরের কষ্টি পাথরের মূর্তিতে নেই ওই অলঙ্কার। জানা যায় এই চৌরিগাছা গোবিন্দ গুপীনাথ মন্দির আজিমগঞ্জের বিনোদ আখড়ার শাখা। তাঁরাই এটা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির কমিটি এই মেলা পরিচালনা করেন।